Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -২২

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ

ওয়াস্ব স্বা-দিক্বা-তি ওয়াস্ব স্বা-বিরীনা ওয়াস্ব স্বা- বিরা-তি ওয়াল্ খা-শি'ঈনা ওয়াল্ খা-শি'আ-তি ওয়াল্ মুতাসাদ্দিক্বীনা
ও সত্যবাদী মহিলা, ধৈর্য্যশীল পুরুষ ও ধৈর্য্যশীলা মহিলা, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী মহিলা, দানশীল পুরুষ

وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ

ওয়াল্ মুতাসাদ্দিক্বা-তি ওয়াস্ব স্বা—ইমীনা ওয়াস্ব স্বা—ইমা-তি ওয়াল্ হ্বা-ফিজীনা ফুরূজ্বাহুম্ ওয়াল্ হ্বা-ফিজা-তি
ও দানশীলা মহিলা, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী মহিলা, নিজ গোপন অংগ হেফাজাতকারী পুরুষ ও গোপন অংগ হিফাজাতকারী মহিলা,

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

ওয়ায্ যা-কিরীনাল্লা-হা কাছীরাওঁ ওয়ায্ যা-কিরা-তি, আ'আদ্দাল্লা-হু লাহুম্ মাগ্ফিরাতাওঁ ওয়া আজ্বরান্ 'আজীমা- ।
এবং আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও অধিক যিকিরকারী মহিলার এদের জন্য আল্লাহ রেখে দিয়েছেন ক্ষমা এবং বিরাট (সম্মানজনক) প্রতিদান।

۞ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ

৩৬। ওয়া মা-কা-না লিমু'মিনিওঁ ওয়ালা- মু'মিনাতিন্ ইযা- ক্বাদ্বাল্লা-হু ওয়া রাসূলুহূ~আম্রান্ আইঁ ইয়াকূনা লাহুমুল্
(৩৬) কোন মুমিন পুরুষ ও মহিলার উচিত নয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের পরে তার নিজের কোন কাজ (সিদ্ধান্ত)

الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝ وَاِذْ

খিয়ারাতু মিন্ আম্রিহিম ; ওয়া মাইঁ ই'য়াস্বিল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ফাক্বাদ্ দ্বাল্লা দ্বালা-লাম্ মুবীনা- । ৩৭। ওয়া ইয্
কে পছন্দ করা; যে কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে সে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে পড়বে। (৩৭) স্মরণ করুন,

تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ

তাক্বূলু লিল্লাযী~আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া আন্'আম্তা 'আলাইহি আম্সিক্ 'আলাইকা যাওজ্বাকা ওয়াত্তাক্বিল
আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছে আপনি তাকে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর-'

اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ

লা-হা ওয়া তুখ্ফী ফী নাফ্সিকা মাল্লা-হু মুব্দীহি ওয়া তাখ্শান্ না-সা, ওয়াল্লা-হু আহ্ক্বক্
তখন আপনি আপনার অন্তরে যা গোপন করছিলেন আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি লোকভয় করছিলেন অথচ আল্লাহকে ভয় করাই আপনার পক্ষে অধিকতর

اَنْ تَخْشٰىهُ ۭ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى

আন্ তাখ্শা-হু ; ফালাম্মা- ক্বাদ্বা- যাইদুম্ মিন্হা- ওয়াত্বারান্ যাওওয়্যাজ্না-কাহা- লিকাই লা-ইয়াকূনা 'আলাল্
সঙ্গত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করলাম। যাতে মুমিনদের মনে

○ শানে নুযূল (আঃ ৩৬) ঃ وما كان لمؤمن..... - রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়েদ বিন হারিস (রা) এর বিবাহের জন্য, তাঁর নিজের ফুফুর কন্যা হযরতযয়নবের (রা) কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। এ প্রস্তাবে যয়নব (রা) ও তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ রাজী হননি। তাঁরা বললেন, যায়েদ একজন আজাদকৃত গোলাম এবং আমরা অভিজাত বংশের। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (কুঃ কারীম) ○ শানে নুযূল (আঃ ৩৭) ঃ উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার ফলে বিবাহে স্বীকৃতি প্রদান করা হল। কিন্তু ঘটনাক্রমে বিবাহের পর তাহাদের মনের মিল হল না। কাজেই হযরত যায়েদ (রা) হযরত যয়নব (রা)-কে তালাক দিতে মনস্থ করিয়া হুযূরের পরামর্শ চাইলেন। হুযূর (সা) তাকে উপদেশ দিলেন যে, তালাক দিও না। কিন্তু কোনক্রমেই যখন তাঁদের মনের মিল হইল না, তখন পুন-রায় তালাক দেওয়ার সংকল্প প্রকাশ করিলে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ

মু'মিনীনা হ্বারাজুন ফী~আয্‌ওয়া-জি আদ্'ইয়া—ইহিম ইযা- ক্বাদ্বাও মিন্‌হুন্না ওয়াত্বারান ; ওয়া কা-না

এব্যাপারে কোন সংশয় না থাকে যে, পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতে কোন দোষ নেই। আর

أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٨﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ

আম্‌রুল্লা-হি মাফ্'উলা- । ৩৮ । মা- কা-না 'আলান্ নাবিয়্যি মিন্ হ্বারাজিন্ ফীমা- ফারাদ্বাল্লা-হু লাহূ ; সুন্নাতাল্লা-হি

আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। (৩৮) নবীর জন্য (তা করতে) কোনই বাধা নেই, যা আল্লাহ তাঁর জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর এ নিয়ম

فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ

ফিল্ লাযীনা খালাও মিন্ ক্বাব্‌লু ; ওয়া কা-না আম্‌রুল্লা-হি ক্বাদারাম্ মাক্বদূরা- ৩৯ । নিল্লাযীনা ইউবাল্লিগূনা

সে নবীদের মধ্যেও ছিল যারা পূর্বে অতীত হয়েছেন; আল্লাহর নির্দেশ (বিধান) সুনির্দিষ্ট। (৩৯) তারা আল্লাহর বাণী

رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

রিসা-লা-তিল্লা-হি ওয়া ইয়াখ্‌শাওনাহূ ওয়ালা- ইয়াখ্‌শাওনা আহ্বাদান্ ইল্লাল্লা-হা ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি হ্বাসীবা-।

প্রচার করতো এবং তাঁকে ভয় করত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতো না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।

﴿٤٠﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ

৪০। মা-কা-না মুহ্বাম্মাদুন্ আবা~আহ্বাদিম্ মির্ রিজা-লিকুম ওয়ালা-কির্ রাসূলাল্লা-হি ওয়া খা-তামান নাবিয়্যীনা ;

(৪০) মুহাম্মাদ (সা) তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে কারও পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর একজন রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا

ওয়া কা-নাল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীমা-। ৪১। ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুয্ কুরুল্লা-হা যিক্‌রান্

আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ অবগত আছেন। (৪১) হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির

كَثِيرًا ﴿٤٢﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٣﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

কাছীরা-। ৪২। ওয়া সাব্বিহ্বূহু বুক্‌রাতাও ওয়া আস্বীলা-। ৪৩। হুওয়াল্লাযী ইউস্বাল্লী 'আলাইকুম্ ওয়া মালা—ইকাতুহূ

কর, (৪২) এবং তাঁর তাসবীহ বর্ণনা কর, সকাল ও সন্ধ্যায়। (৪৩) তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করেন এবং ফিরিশতাগণও (মাগফিরাত)

لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٤﴾ تَحِيَّتُهُمْ

লিইউখ্‌রিজাকুম্ মিনায্ যুলুমা-তি ইলান্ নূরি ; ওয়া কা-না বিল্ মু'মিনীনা রাহ্বীমা-। ৪৪। তাহিয়্যাতুহুম্

কামনা করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যাবার জন্য এবং আল্লাহ মুমিনগণের প্রতি বড়ই দয়ালু। (৪৪) যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে,

রুকূ' ২

○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ অর্থাৎ, "পোষ্য-পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ নয়," এই বিধানটি প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই আপনার পোষ্যপুত্রের পরিত্যক্ত স্ত্রীর সহিত আপনার বিবাহ করায়ে দিলাম। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ "তোমাদের পুরুষদের" বলতে ঐসমস্ত লোক উদ্দেশ্য যারা হুযূর (সা)-এর ঔরসজাত পুত্র নয়। ○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ কিয়ামতের পূর্বক্ষণে ঈসা (আ) নবীরূপে আবির্ভূত হলেও হুযূর (সা) শেষ নবী। কেননা, হযরত ঈসা (আ) নূতন নবুওয়াত পেয়ে স্বতন্ত্র নবীরূপে আসবেন না; বরং হযরতের শরীঅতের প্রচারকরূপে আসবেন। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ৪৪) ঃ অর্থাৎ, তোমরা যে জ্ঞান এবং হেদায়াতের তওফীক লাভ করেছে এবং তার উপর স্থায়ী রয়েছে, তা আল্লাহর অনুগ্রহে এবং ফেরেশতাগণের দো'আর বরকতেই সম্ভব হইয়াছে।

يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلٰمٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٥﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

ইয়াওমা ইয়াল্ক্বাওনাহূ সালা-মুন্; ওয়া আ'আদ্দা লাহুম আজ্রান্ কারীমা-। ৪৫। ইয়া~আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ইন্না~আর্সাল্না-কা

সেদিন তাদেরকে অভিবাদন করা হবে 'সালাম' (দ্বারা), তাদের জন্য আল্লাহ সম্মানজনক প্রতিদান রেখেছেন। (৪৫) হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি

شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٦﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٧﴾ وَبَشِّرِ

শা-হিদাওঁ ওয়া মুবাশ্শিরাওঁ ওয়া নাযীরা-। ৪৬। ওয়া দা-'ইয়ান্ ইলাল্লা-হি বিইয্নিহী ওয়া সিরা-জ্বাম্ মুনীরা-। ৪৭। ওয়া বাশ্শিরিল্

সাক্ষী দাতা, সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারীরূপে, (৪৬) এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং আলোকপ্রদ প্রদীপরূপে। (৪৭) আপনি মুমিনগণকে

الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٨﴾ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

মু'মিনীনা বিআন্না লাহুম্ মিনাল্লা-হি ফাদ্বলান্ কাবীরা-। ৪৮। ওয়ালা- তুত্বি'ইল্ কা-ফিরীনা ওয়াল্ মুনা-ফিক্বীনা

সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট মর্যাদা। (৪৮) এবং আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শোনবেন না

وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ওয়া দা' আযা-হুম ওয়া তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হি ; ওয়া কাফা- বিল্লা-হি ওয়াকীলা-। ৪৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আমানূ~

এবং তাদের আঘাতকে উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। ব্যবস্থাপক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪৯) হে মুমিনগণ!

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

ইযা- নাকাহ্তুমুল্ মু'মিনা-তি ছুম্মা ত্বাল্লাক্বতুমূহুন্না মিন্ ক্বাব্লি আন্ তামাস্সূহুন্না ফামা- লাকুম্ 'আলাইহিন্না

যখন তোমরা মুমিন নারীগণকে বিবাহ কর, অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও, তখন তোমাদের জন্য তাদের ব্যাপারে কোন

مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

মিন্ 'ইদ্দাতিন তা'তাদ্দূনাহা-, ফামাত্তি'উহুন্না ওয়া সার্রিহূহুন্না সারা-হ্বান্ জ্বামীলা-। ৫০। ইয়া ~আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু

ইদ্দত নেই, যা তোমরা গণনা করবে, তোমরা তাদের কিছু না কিছু দিয়ে দাও এবং উত্তম পন্থায় তাদেরকে বিদায় দিবে। (৫০) হে নবী! আমি আপনার জন্য

إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا

ইন্না~আহ্লাল্না-লাকা আয্ওয়া-জ্বাকাল্ লা-তী~আ-তাইতা উজূরাহুন্না ওয়ামা-মালাকাত্ ইয়ামীনুকা মিম্মা~

আপনার সে সব স্ত্রীগণকে হালাল রেখেছি, যাদেরকে আপনি তাদের মহর আদায় করেছেন এবং (হালাল রেখেছি) সেসব দাসীদেরকে যাদেরকে আল্লাহ গণীমত হিসেবে

أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ

আফা—আল লা-হু 'আলাইকা ওয়া বানা-তি 'আম্মিকা ওয়া বানা-তি 'আম্মা-তিকা ওয়া বানা-তি খা-লিকা ওয়া বানা-তি খা-লা-তিকাল্

আপনার মালিকাধীন করেছেন এবং (হালাল করেছি) আপনার চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামার কন্যা এবং আপনার খালার কন্যাকেও

اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ

লা-তি হা-জ্বারনা মা'আকা, ওয়াম্রাআতাম্ মু'মিনাতান্ ইঁও ওয়াহাবাত্ নাফ্সাহা- লিন্নাবিয়্যি ইন্ আরা-দান্

যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে, এবং সে মুমিন নারীও (নবীর জন্য হালাল) যে নিজেকে নবীর জন্য দান করেছেন এবং

النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا

নাবিয়্যি আঁই ইয়াস্তান্কিহ্বাহা-, খা-লিস্বাতাল্ লাকা মিন্ দূনিল মু'মিনীনা ; ক্বাদ্ 'আলিম্না- মা- ফারাদ্বনা-
নবীও তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন; এটা বিশেষ ভাবে (শুধু) আপনারই জন্য, কিন্তু অন্য মুমিনগণের জন্য নয়। আমি ভালভাবেই জানি,

عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج

'আলাইহিম্ ফী~আয্ওয়া-জ্বিহিম্ ওয়ামা-মা লাকাত্ আইমা-নুহুম্ লিকাইলা- ইয়াকূনা 'আলাইকা হ্বারাজুন ;
যা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি তাদের উপর তাদের স্ত্রীগণ এবং তাদের দাসীগণের ব্যাপারে। যাতে আপনার জন্য কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয়।

وكان الله غفورا رحيما (٥١) ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء

ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহ্বীমা-। ৫১। তুর্জ্বী মান্ তাশা—উ মিন্হুন্না ওয়া তু'ওয়ী ~ইলাইকা মান্ তাশা—উ ;
আল্লাহ ক্ষমাশীল অসীম দয়ালু। (৫১) তাদের মধ্য হতে আপনি যাকে চান তাকে আপনার থেকে আলাদা রাখতে পারেন, যাকে চান তাকে আপনার কাছে রাখতে পারেন, যাদেরকে

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن

ওয়া মানিব্ তাগাইতা মিম্মান্ 'আযাল্তা ফালা- জুনা-হ্বা 'আলাইকা ; যা-লিকা আদ্না~আন্ তাক্বার্রা আ'ইউনুহুন্না
আপনি আপনার কাছ থেকে আলাদা রেখেছেন তাদের মধ্য হতে কাউকে কাছে ডাকলে তাতে আপনার জন্য কোন অপরাধ নেই। এতে খুবই সম্ভাবনা যে, তাদের চক্ষু শীতল

ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم

ওয়ালা- ইয়াহ্বযান্না ওয়া ইয়ার্দ্বাইনা বিমা~আ-তাইতাহুন্না কুল্লুহুন্না ; ওয়াল্লা-হু ইয়া'লামু মা-ফী কুলূবিকুম্ ;
থাকবে। এবং তারা দুঃখিত হবে না এবং আপনি তাদেরকে যা কিছু দিবেন, তারা সবাই তাতে সন্তুষ্ট থাকবেন; আর তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ তা জানেন।

وكان الله عليما حليما (٥٢) لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن

ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলীমান্ হ্বালীমা-। ৫২। লা-য়াহ্বিল্লু লাকান্ নিসা—উ মিম্ বা'দু ওয়ালা~আন্ তাবাদ্দালা বিহিন্না
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহনশীল। (৫২) এরপরে আপনার জন্য আর কোন নারীই হালাল নয় এবং (এটাও) হালাল নয় যে, আপনার স্ত্রীদের পরিবর্তে

من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على

মিন্ আয্ওয়া-জ্বিঁও ওয়ালাও 'আজ্বাবাকা হুস্নুহুন্না ইল্লা-মা-মালাকাত্ ইয়ামীনুকা ; ওয়া কা-নাল্লা-হু 'আলা-
অন্য কোন স্ত্রীকেগ্রহণ করবেন, যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে, কিন্তু তাদের কথা ভিন্ন যারা আপনার মালিকানা ভুক্ত (দাসী)। আল্লাহ

রুকূ ৩ ع ২২ ৬ كل شيء رقيبا (٥٣) يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن

কুল্লি শাইয়ির্ রাক্বীবা-। ৫৩। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাদ্খুলূ বুয়ূতান্ নাবিয়্যি ইল্লা~আঁই
সব কিছুরই নিয়ন্ত্রক। (৫৩) হে মুমিনগণ! যতক্ষণ তোমাদেরকে অনুমতি প্রদান না করা হয় তোমরা নবীর গৃহে (এমন সময়) খাবার জন্য প্রবেশ কর না

✪ শানে নুযূল (আঃ ৫৩) ঃ ......يايها الذين امنوا - রাসূলুল্লাহর (সা) দাওয়াতে হযরত যয়নবের (রা) ওলীমায় সাহাবীগণ হাযির হলেন। যার মধ্যে কতিপয় ,খানার শেষে সেখানে বসে কথাবার্তা বলতে ছিলেন। যাতে রাসূলুল্লাহর (স) বেশ কষ্ট হতে ছিলেন। যেহেতু রাসূল (সা) খুব নাজুক ছিলেন তাই তাদেরকে উঠে যাবার জন্য বলেননি। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (কুঃ কারীম) ✪ শানে নুযূল (আঃ ৫৩) ঃ যয়নব (রা)-এর সাথে হুযূর (স)-এর বিবাহের পর তিনি সাহাবীদেরকে ওলীমার দাওয়াত করেন। কেহ কেহ আহারের পর হুযূর (সা)-এর গৃহে বসে আলাপ করতেছিল। হুযূর (সা) গাত্রোত্থানের ইচ্ছা করলেন, যেন তারা চলে যায়। কিন্তু তারা ইঙ্গিতই বুঝল না। অবশেষে হুযূর (সা) উঠে দাঁড়ালে সকলে উঠে গেল; কিন্তু তিনজন তখনও বসে তাদেরকে আলাপে রত দেখে ফিরে গেলেন। এবার তারা উঠে গেল। অতঃপর তিনিঘরে আসেন তখন এই পর্দার আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا

ইউ'যানা লাকুম্ ইলা- ত্বা'আ-মিন্ গাইরা না-জিরীনা ইনা-হু, ওয়ালা-কিন্ ইযা- দু'ঈতুম্ ফাদ্খুলূ ফাইযা-

যে, তোমাদের খাদ্য প্রস্তুতির অপেক্ষা করতে হয়। বরং যখন তোমাদেরকে ডাকা হয়, তখন গৃহে প্রবেশ কর। আর যখন খাওয়া শেষ হয় তখন তোমরা (গৃহ থেকে)

طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ

ত্বা'ইম্তুম্ ফান্তাশিরূ ওয়ালা- মুস্তা'নিসীনা লিহাদীছিন ; ইন্না- যা-লিকুম্ কা-না ইউ'যিন্ নাবিয়্যা

বের হয়ে পড়। এবং সেখানে (নবীর গৃহে) তোমরা কথাবার্তার জন্য বসে থেক না; তোমাদের এ কথাবার্তায় নবীর কষ্ট হয়। সে তোমাদেরকে চলে যাবার জন্য

فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

ফাইয়াস্ তাহ্য়ী মিন্কুম্, ওয়াল্লা-হু লা- ইয়াস্তাহ্য়ী মিনাল্ হ্বাক্বক্বি ; ওয়া ইযা- সাআল্তুমূহুন্না মাতা-'আন্

বলতে সংকোচবোধ করেন। অথচ আল্লাহ সত্য (কথা) বলতে সংকোচবোধ করেন না। যখন তোমরা নবীর স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইবে

فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ

ফাস্আলূ হুন্না মিওঁ ওয়ারা—ই হ্বিজ্বা-বিন ; যা-লিকুম্ আত্বহারু লিক্বুলূবিকুম্ ওয়া ক্বুলূবিহিন্না ; ওয়ামা- কা-না

তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটাই তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য পূর্ণ পবিত্রতা। তোমাদের জন্য এটা কখনও উচিত নয় যে,

لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ

লাকুম্ আন্ তু'যূ রাসূলাল্লা-হি ওয়ালা~আন্ তান্কিহূ~আয্ওয়া-জ্বাহূ মিম্ বা'দিহী~আবাদান ; ইন্না-

তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিবে এবং তার স্ত্রীগণকে তার (ইন্তেকালের) পরে বিবাহ করবে। আল্লাহর

ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

যা-লিকুম্ কা-না 'ইনদাল্লা-হি 'আজীমা-। ৫৪। ইন্ তুব্দূ শাইআন্ আও তুখ্ফূহু ফাইন্নাল্লা-হা কা-না

কাছে এটা বড় ধরনের অপরাধ। (৫৪) তোমরা কোন বিষয়কে প্রকাশ কর অথবা গোপন কর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়কে

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ

বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীমা-। ৫৫। লা- জুনা-হ্ব 'আলাইহিন্না ফী~আ-বা—ইহিন্না ওয়ালা~আব্না—ইহিন্না ওয়ালা~ইখ্ওয়া-নিহিন্না

ভালভাবে জানেন। (৫৫) তাদের (নবীর স্ত্রীদের) উপর কোন গুনাহ নেই, তাদের পিতাগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ,

وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ

ওয়ালা~আব্না—ই ইখ্ওয়া-নিহিন্না ওয়ালা~আব্না—ই আখাওয়া-তিহিন্না ওয়ালা- নিসা—ইহিন্না ওয়ালা- মা- মালাকাত্ আইমা-নুহুন্না,

ভগ্নিপুত্রগণ, তাদের মহিলাগণ (অর্থাৎ ঈমানদার মহিলা) এবং তাদের মালিকানাভুক্ত (দাস-দাসী) গণের সামনে (উপস্থিত) হওয়াতে।

وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ

ওয়াত্তাক্বীনাল্লা-হা ; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদা-। ৫৬। ইন্নাল্লা-হা ওয়া মালা—ইকাতাহূ ইউস্বাল্লূনা

(হে স্ত্রীগণ) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। (৫৬) আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ

عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

'আলান্‌ নাবিয়্যি ; ইয়া~আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ স্বাল্লূ 'আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাস্‌লীমা- । ৫৭ । ইন্নাল্লাযীনা

নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরাও তার প্রতি দরূদ প্রেরণ কর এবং (মহব্বতের সাথে) সালাম প্রেরণ কর। (৫৭) নিশ্চয়ই যারা

يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا

ইউ'যূনাল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ লা'আনাহুমুল্লা-হু ফিদ্‌ দুন্‌ইয়া- ওয়াল্‌ আ-খিরাতি ওয়া আ'আদ্দা লাহুম 'আযা-বাম্‌

আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, তার প্রতি রয়েছে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর অভিশাপ এবং তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন

مُّهِيْنًا ﴿٥٨﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ

মুহীনা- । ৫৮ । ওয়াল্লাযীনা ইউ'যূনাল্‌ মু'মিনীনা ওয়াল্‌ মু'মিনা-তি বিগাইরি মাক্‌তাসাবূ ফাক্বাদিহ্‌

লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (৫৮) আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণকে অহেতুক কষ্ট দেয়, নিশ্চয়ই তারা (মাথায়) বহন করে

৭ রুকূ ৪

احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٩﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ

তামালূ বুহ্‌তা-নাওঁ ওয়া ইছ্‌মাম্‌ মুবীনা- । ৫৯ । ইয়া ~আইয়্যুহান্‌ নাবিয়্যু কুল্‌ লিআয্‌ওয়া-জ্বিকা ওয়া বানা-তিকা

অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা। (৫৯) হে নবী! আপনি স্ত্রীগণকে, আপনার কন্যাগণকে ও মুমিন নারীগণকে বলুন,

وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ

ওয়ানিসা—ইল্‌ মু'মিনীনা ইউদ্‌নীনা 'আলাইহিন্না মিন্‌ জ্বালা-বীবিহিন্না ; যা-লিকা আদ্‌না~আইঁ ই'উরাফ্‌না

তারা যেন তাদের (শরীর ও চেহারার) উপর তাদের চাদর (কিছুটা) তুলে দেয়, এতে অতি সহজেই তারা (পবিত্রা ও আজাদ হিসেবে)

فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٦٠﴾ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ

ফালা- ইউ'যাইনা ; ওয়া কা-নাল লা-হু গাফূরার্‌ রাহীমা- । ৬০ । লাইল্লাম্‌ ইয়ান্‌তাহিল্‌ মুনা-ফিকূনা ওয়াল্লাযীনা ফী

সনাক্ত হবে। ফলে তাদেরকে (পথে) বিরক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (৬০) যদি (এর পরেও) বিরত না থাকে, মুনাফিক এবং যাদের

قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ

কুলূবিহিম্‌ মারাদ্বুওঁ ওয়াল্‌ মুরজ্বিফূনা ফিল্‌ মাদীনাতি লানুগ্‌রিয়ান্নাকা বিহিম্‌ ছুম্মা লা- ইউজ্বা-ওয়িরূনাকা

অন্তরে ব্যাধি আছে (তারা) এবং মদীনা (শহরে) মিথ্যা কথা রটনাকারীরা, তবে আমি আপনাকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করে দিব, অতঃপর অল্প সংখ্যক আপনার পড়শী

فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦١﴾ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ

ফীহা~ইল্লা- ক্বালীলা- । ৬১ । মাল্‌'উনীনা, আইনামা- ছুক্বিফূ~উখিযূ ওয়া কুত্তিলূ তাক্‌তীলা- । ৬২ । সুন্নাতাল্লা-হি

হিসেবে এ শহরে থাকবে, (৬১) অভিশপ্ত অবস্থায়, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং টুকরা টুকরা করে হত্যা করা হবে। (৬২) আল্লাহর এ নিয়ম

○ টীকা (আঃ ৬০) ঃ মিথ্যা গুজব রটনাকারীদের সম্বন্ধে তফসীরকারগণের মত এই যে, যখন মুসলমান সৈন্যবাহিনী জেহাদের জন্য যুদ্ধরত থাকত, কতিপয় বিরুদ্ধবাদী কপট প্রকৃতির লোক মদীনায় এরূপ গুজব রটনা করত যে, মুসলিম সৈন্যগণ যুদ্ধে নিহত ও পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছেন। এতে জেহাদকারী সৈন্যদের আত্মীয় ও প্রিয়জন বিচলিত হয়ে পড়ত। আলোচ্য আয়াত উক্ত মিথ্যা গুজব রটনাকারীদের সতর্ক করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু আয়াতের পূর্বে ও পশ্চাতের আয়াতগুলির সাথে পরস্পর যেরূপ সংযোগ সম্বন্ধে বুঝতে পারা যায়, তাতে আলোচ্য আয়াত 'উম্মুল মুমিনীন' হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদের প্রতি ইঙ্গিত করছে বলে মনে করা বিচিত্র নয়। অবশ্য তাঁর মিথ্যা অপবাদের বিস্তারিত বিবরণ সূরা নূরে বর্ণিত হয়েছে।

فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾ يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ

ফিল্লাযীনা খালাও মিন্ ক্বাব্লু, ওয়া লান্ তাজিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাব্দীলা- । ৬৩ । ইয়াস্আলুকান্ না-সু

তাদের ব্যাপারেও প্রচলিত ছিল যারা এর পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে, আপনি আল্লাহর নিয়মে কখনও পরিবর্তন পাবেন না। (৬৩) মানুষ আপনার কাছে

এক চতুর্থাংশ ○

عَنِ السَّاعَةِ ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا

'আনিস্ সা-'আতি ; কুল্ ইন্নামা- 'ইল্মুহা- 'ইন্দাল্লা-হি ; ওয়া মা- ইউদ্রীকা লা'আল্লাস্ সা-'আতা তাকূনু ক্বারীবা- ।

কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, এ (কিয়ামত) সম্পর্কিত জ্ঞান শুধু মাত্র আল্লাহরই, যা অতি শীঘ্রই সংঘটিত হবে।

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ

৬৪। ইন্নাল্লা-হা লা'আনাল্ কা-ফিরীনা ওয়া আ'আদ্দা লাহুম স্বা'ঈরা- । ৬৫। খা-লিদীনা ফীহা~আবাদান্; লা- ইয়াজিদূনা

(৬৪) আল্লাহ অভিশাপ করেন কাফিরদের উপর এবং তাদের জন্য (জাহান্নামের) প্রজ্বলিত অগ্নি তৈরী করে রেখেছেন (৬৫) যাতে তারা চিরস্থায়ী থাকবে; তারা সেখানে কোন

وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَاۤ اَطَعْنَا اللّٰهَ

ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়ালা- নাস্বীরা- । ৬৬। ইয়াওমা তুক্বাল্লাবু উজূহুহুম্ ফিন্না-রি ইয়াক্বূলূনা ইয়া- লাইতানা~আ'ত্বানাল্লা-হা

বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। (৬৬) যেদিন তাদের চেহারা অগ্নিতে ওলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায় আফসোস! যদি আমরা (পৃথিবীতে) আল্লাহর নির্দেশ পালন

وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا

ওয়া আ'ত্বানার্ রাসূলা- । ৬৭। ওয়া ক্বা-লূ রাব্বানা~ইন্না~আ'ত্বানা- সা-দাতানা- ওয়া কুবারা—আনা- ফাআদ্বাল্লূনাস্ সাবীলা- ।

করতাম এবং রাসূলের অনুসরণ করতাম। (৬৭) এবং তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের সরদার এবং আমাদের বড় (নেতা) দেরকে অনুসরণ করেছিলাম। ফলে তারাই আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করেছিল।

رَبَّنَاۤ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ع ৮

৬৮। রাব্বানা~আ-তিহিম্ দ্বি'ফাইনি মিনাল্ 'আযা-বি ওয়াল্ 'আন্হুম লা'নান্ কাবীরা- ৬৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা ৫ রুকূ

(৬৮) হে আমাদের প্রপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের উপর (করুন) ভীষণ অভিশাপ (শাস্তি) প্রদান। (৬৯) হে মুমিনগণ!

اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ۗ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ

আ-মানূ লা-তাকূনূ কাল্লাযীনা আ-যাও মূসা- ফাবার্রাআহুল্লা-হু মিম্মা- ক্বা-লূ ; ওয়া কা-না 'ইন্দাল্লা-হি

তোমরা তাদের মত করো না; যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল, তারা যে (মিথ্যা) কথা বলেছিল, আল্লাহ তাকে তা থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং সে আল্লাহর কাছে

وَجِيْهًا ﴿٦٩﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ

ওয়া জীহা- । ৭০। ইয়া~আয়্যুহাল্লাযীনা আমানুত তাকুল্লা-হা ওয়া কূলূ ক্বাওলান্ সাদীদা- ৭১। ইউস্বলিহ্ লাকুম্

মর্যাদাবান ছিলেন। (৭০) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য কথা বল। (৭১) তবে আল্লাহ তোমাদের কাজগুলো

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৯) ঃ فبراه الله – হযরত মূসা (আ) খুবই লাজুক ছিলেন। তিনি তাঁর শরীর মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন না। বনী ঈসরাইলগণ বলতে লাগল যে, মূসার (আ) শরীরে কুষ্ঠের দাগ থাকার কারণে সে পোশাক খোলেন না। একবার হযরত মূসা (আ) একটি পাথরের উপর কাপড় রেখে নির্জনে গোসল করছিলেন। পাথর আল্লাহর হুকুমে কাপড় নিয়ে ভেগে যেতে লাগল। মূসা (আ) পাথরের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বনী ঈসরাইলের এক মজলিসে গিয়ে পৌছলেন। তারা হযরত মূসার (আ) শরীর উন্মুক্ত দেখে তাদের সব সন্দেহ দূর হল। আল্লাহ তায়ালা এভাবে তাকে সন্দেহমুক্ত করেছিলেন। (কুঃ কারীম)

أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

'আমা-লাকুম ওয়া ইয়াগ্‌ফির্‌লাকুম্ যুনূবাকুম ; ওয়া মাই ইউত্বি'ইল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ফাক্বাদ্ ফা-যা ফাওযান্
সংশোধন করে দিবেন (যাতে গ্রহণযোগ্য হয়) এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন; । যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে, সে মর্যাদাপূর্ণ

عَظِيمًا ﴿٧١﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ

'আজীমা- । ৭২ । ইন্না- 'আরাদ্বনাল্ আমা-নাতা 'আলাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়াল্ জ্বিবা-লি ফাআবাইনা
সফলতা লাভ করবে । (৭২) আমি আমার আমানতকে পেশ করেছিলাম আকাশের প্রতি, যমীনের প্রতি এবং পাহাড়সমূহের প্রতি, কিন্তু তারা তা

أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا

আইঁ ইয়াহ্বমিল্‌নাহা- ওয়া আশ্‌ফাক্বনা- মিন্‌হা- ওয়া হ্বামালাহাল্ ইন্‌সা-নু ; ইন্নাহূ কা-না জালূমান্
বহন করতে (ভয়ে) অস্বীকার করল এবং তাতে ভয় পেয়ে গেল । (কিন্তু) মানুষ তা বহন করল, নিশ্চয়ই সে (মানুষ) ছিল জালিম,

جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

জ্বাহূলা- । ৭৩ । লিইউ'আয্‌যিবাল্লা-হুল্ মুনা-ফিক্বীনা ওয়াল্ মুনা-ফিক্বা-তি ওয়াল্ মুশ্‌রিকীনা ওয়াল্ মুশ্‌রিকা-তি
নির্বোধ । (৭৩) ফলে, আল্লাহ শাস্তি দিবেন মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক মহিলা, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক মহিলাদেরকে,

রুকু ৬ (১৫) ৯

وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ع

ওয়া ইয়াতূবাল্লা-হু 'আলাল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি; ওয়া কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহীমা- ।
এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাগণকে ক্ষমা করবেন' আল্লাহ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু ।

সূরা ছাবা
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫৪
রুকূ ঃ ৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ ①

১। আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হিল্ লাযী লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ফিল্ আ-খিরাতি ;
(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যাঁর মালিকানায় রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব কিছু; আর পরকালেও প্রশংশসা তাঁরই জন্য।

وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ② يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

ওয়া হুওয়াল্ হাকীমুল্ খাবীর। ২। ইয়া'লামু মা- ইয়ালিজু ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়া মা- ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হা- ওয়ামা-ইয়ান্‌যিলু
তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ, মহাবিজ্ঞ। (২) তিনি জানেন, যা যমীনে প্রবেশ করে (যেমন- বৃষ্টি) এবং যা তা থেকে বের হয় (যেমন- উদ্ভিদ) আর যা বর্ষিত হয়

مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ③ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

মিনাস্ সামা—ই ওয়ামা- ইয়া'রুজু ফীহা- ; ওয়া হুওয়ার্ রাহীমুল্ গাফূর। ৩। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ
আকাশ থেকে (যেমন- আল্লাহর রহমত) এবং যা আকাশে উঠে যায় (যেমন- বান্দার আমল)। তিনি দয়াশীল, ক্ষমাশীল। (৩) কাফিরেরা বলে,

لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ

লা- তা'তীনাস্ সা-'আতু ; কুল্ বালা- ওয়া রাব্বী লাতা'তিয়ান্নাকুম্, 'আ-লিমিল্ গাইবি, লা- ই'য়াযুবু 'আন্‌হু
আমাদের উপর কেয়ামত আসবে না; বলুন, কেন আসবে না, আমার প্রতিপালকের শপথ! যিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী, তা তোমাদের নিকট আসবেই,

مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ

মিছ্‌ক্বা-লু যার্‌রাতিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ালা- ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়ালা ~আস্বগারু মিন্ যা-লিকা ওয়ালা ~আক্‌বারু
তাঁর থেকে বিন্দু পরিমাণ জিনিসও গোপন নয়, না আকাশে, না পৃথিবীতে, বরং তার চেয়েও অতি ক্ষুদ্র এবং বড় জিনিসও

اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ④ لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ

ইল্লা- ফী কিতা-বিম্ মুবীন। ৪। লিইয়াজ্‌যিয়াল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ; উলা—ইকা
স্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) রয়েছে। (৪) (কেয়ামত না আসার) কারণ নেই যে, তিনি (আল্লাহ) মুমিনগণ ও নেককারগণকে প্রতিদান দিবেন। এদের জন্যই রয়েছে

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ⑤ وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ

লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুওঁ ওয়া রিয্‌কুন্ কারীম। ৫। ওয়াল্লাযীনা সা'আও ফী~আ-ইয়া-তিনা- মু'আ-জ্বিযীনা উলা—ইকা লাহুম
ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক। (৫) যারা আমার আয়াতসমূহকে অপারগ করার চেষ্টা করে তাদের জন্যই রয়েছে

عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ⑥ وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ

'আযা-বুম্ মির্ রিজ্‌যিন্ আলীম। ৬। ওয়া ইয়ারাল লাযীনা উতুল্ 'ইল্‌মাল্লাযী~উন্‌যিলা ইলাইকা
নিকৃষ্ট যন্ত্রণাময় শাস্তি। (৬) আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা জানে যে, যা কিছু আপনার কাছে আপনার

مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ⑦ وَقَالَ الَّذِيْنَ

মির্ রাব্বিকা হুওয়াল্ হাক্বক্বা, ওয়া ইয়াহ্‌দী~ইলা- স্বিরা-ত্বিল্ 'আযীযিল্ হামীদ। ৭। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা
প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য এবং তা মহা ক্ষমতাবান, প্রশংসাযোগ্য আল্লাহর দিকে পথ প্রদর্শন করেন। (৭) কাফিরেরা (একে অপরকে)

كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ

কাফারূ হাল্ নাদুল্‌লুকুম্ 'আলা- রাজুলিই ইউনাব্বিউকুম্ ইযা- মুয্‌যিক্বতুম্ কুল্লা মুমায্‌যাক্বিন, ইন্নাকুম্ লাফী
বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলব, যে তোমাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, যখন তোমরা (কবরে) একেবারে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, তখন

خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ ⑧ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

খাল্‌ক্বিন্ জ্বাদীদ। ৮। আফ্‌তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্ আম্ বিহী জ্বিন্নাতুন; বালিল লাযীনা লা- ই'উমিনূনা
তোমরা (পুনরায়) নতুন সৃষ্টি রূপে ওঠবে? (৮) তবে কেকি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বানিয়েছে, না সে উম্মাদগ্রস্ত? বরং পরকালে অবিশ্বাসীরা

مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۝٣ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

মিনাস্ সামা—ই ওয়ামা- ইয়া'রুজু ফীহা- ; ওয়া হুওয়ার্ রাহ্বীমুল্ গাফূর। ৩। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ

আকাশ থেকে (যেমন- আল্লাহর রহমত) এবং যা আকাশে উঠে যায় (যেমন- বান্দার আমল)। তিনি দয়াশীল, ক্ষমাশীল। (৩) কাফিরেরা বলে,

لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۙ عَالِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ

লা- তা'তীনাস্ সা-'আতু ; কুল্ বালা- ওয়া রাব্বী লাতা'তিইয়ান্নাকুম্, 'আ-লিমিল্ গাইবি, লা- ই'য়াযুবু 'আন্হু

আমাদের উপর কেয়ামত আসবে না; বলুন, কেন আসবে না, আমার প্রতিপালকের শপথ! যিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী, তা তোমাদের নিকট আসবেই,

مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ

মিছ্ক্বা-লু যার্রাতিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ালা- ফিল্ আর্দ্বি ওয়ালা ~আস্বগারু মিন্ যা-লিকা ওয়ালা ~আক্বারু

তাঁর থেকে বিন্দু পরিমাণ জিনিসও গোপন নয়, না আকাশে, না পৃথিবীতে, বরং তার চেয়েও অতি ক্ষুদ্র এবং বড় জিনিসও

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝٤ لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ

ইল্লা- ফী কিতা-বিম্ মুবীন। ৪। লিইয়াজ্বযিয়াল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ; উলা—ইকা

স্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) রয়েছে। (৪) (কেয়ামত না আসার) কারণ নেই যে, তিনি (আল্লাহ) মুমিনগণ ও নেককারগণকে প্রতিদান দিবেন। এদের জন্যই রয়েছে

لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝٥ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

লাহুম্ মাগ্ফিরাতুওঁ ওয়া রিয্ক্বুন্ কারীম। ৫। ওয়াল্লাযীনা সা'আও ফী~আ-ইয়া-তিনা- মু'আ-জ্বিযীনা উলা—ইকা লাহুম

ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক। (৫) যারা আমার আয়াতসমূহকে অপারগ করার চেষ্টা করে তাদের জন্যই রয়েছে

عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ۝٦ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ

'আযা-বুম্ মির্ রিজ্বযিন্ আলীম। ৬। ওয়া ইয়ারাল লাযীনা উতুল্ 'ইল্মাল্লাযী~উন্যিলা ইলাইকা

নিকৃষ্ট যন্ত্রণাময় শাস্তি। (৬) আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা জানে যে, যা কিছু আপনার কাছে আপনার

مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝٧ وَقَالَ الَّذِينَ

মির্ রাব্বিকা হুওয়াল্ হাক্ব্ক্বা, ওয়া ইয়াহ্দী~ইলা- স্বিরা-ত্বিল্ 'আযীযিল্ হামীদ্। ৭। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা

প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য এবং তা মহা ক্ষমতাবান, প্রশংসাযোগ্য আল্লাহর দিকে পথ প্রদর্শন করেন। (৭) কাফিরেরা (একে অপরকে)

كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ إِنَّكُمْ لَفِي

কাফারূ হাল্ নাদুল্লুকুম্ 'আলা- রাজুলিই ইউনাব্বিউকুম্ ইযা- মুয্যিক্বতুম্ কুল্লা মুমায্যাক্বিন, ইন্নাকুম্ লাফী

বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলব, যে তোমাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, যখন তোমরা (কবরে) একেবারে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, তখন

خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝٨ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

খাল্ক্বিন্ জ্বাদীদ। ৮। আফ্তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্ আম্ বিহী জ্বিন্নাতুন; বালিল লাযীনা লা- ইউ'মিনূনা

তোমরা (পুনরায়) নতুন সৃষ্টি রূপে ওঠবে? (৮) তবে সেকি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বানিয়েছে, না সে উম্মাদগ্রস্ত? বরং পরকালে অবিশ্বাসীরা

بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝٨ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

বিল্ আ-খিরাতি ফিল্ 'আযা-বি ওয়াদ্বদ্বালা-লিল্ বা'ঈদ। ৯। আফালাম্ ইয়ারাও ইলা- মা- বাইনা আইদীহিম

(পৃথিবীতে) শাস্তির মধ্যে ও চরম বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। (৯) তারা কি সেগুলোকে? দেখে না, যা তাদের সামনে

وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ

ওয়ামা- খাল্ফাহুম্ মিনাস্ সামা—ই ওয়াল্ আর্দ্বি ; ইন্ নাশা' নাখ্সিফ্ বিহিমুল্ আর্দ্বা আও নুস্কিত্ব 'আলাইহিম্

ও পিছনে, আকাশ ও পৃথিবীতে আছে? যদি আমি ইচ্ছা করি তাদের সহ পৃথিবীতে দাবিয়ে দিব অথবা তাদের উপর আকাশের

১ ع ৭ রুকু

كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٩ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ

কিসাফাম্ মিনাস্ সামা—ই ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়াতাল্ লিকুল্লি 'আব্দিম্ মুনীব্। ১০। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- দা-উদা

টুকরা ফেলে দিব। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে (আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী প্রত্যেক বান্দার জন্য। (১০) নিশ্চয়ই আমি দাউদের প্রতি আমার অনুগ্রহ দান করেছিলাম

مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۝١٠ اَنِ اعْمَلْ

মিন্না- ফাদ্বলান ; ইয়া-জ্বিবা-লু আওয়্যিবী মা'আহূ ওয়াত্ত্বাইরা, ওয়া আলান্না- লাহুল্ হ্বাদীদ্। ১১। আ'নিমাল্

এবং (বলেছিলাম) হে পাহাড়! তার সাথে মধুর আওয়াজে (তাসবীহ) পাঠ কর এবং পাখীকেও (বলেছিলাম) এবং তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। (১১) যাতে আপনি

سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١ وَلِسُلَيْمٰنَ

সা-বিগা-তিও ওয়া ক্বাদ্দির্ ফিস্ সার্দি ও'য়ামালূ স্বা-লিহ্বান; ইন্নী বিমা- তা'মালূনা বাস্বীর। ১২। ওয়া লিসুলাইমা-নার্

প্রশস্ত বর্ম তৈরী করতে পারেন এবং বানানোর পরিমাণও ঠিক রাখতে পারেন এবং তোমরা নেক কাজ কর নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কর্মসমূহ দেখি। (১২) আমি সুলায়মানের

الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ

রীহ্বা গুদুওয়্যুহা- শাহ্রুঁও ওয়া রাওয়া-হুহা- শাহ্রুন্, ওয়া আসাল্না- লাহূ 'আইনাল ক্বিত্বরি ; ওয়া মিনাল্ জ্বিন্নি মাঁই

জন্য বায়ুকে অধীন করে দিয়েছিলাম, সকালে তার ভ্রমণ এক মাসের পথ হত এবং সন্ধ্যায় তার ভ্রমণ এক মাসের পথ হত এবং আমি তার জন্য গলিত তামার ঝরণা প্রবাহিত

يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ

ই'য়ামালু বাইনা ইয়াদাইহি বিইয্নি রাব্বিহী ; ওয়া মাঁই ইয়াযিগ্ মিন্হুম্ 'আন্ আম্রিনা- নুযিক্বহু মিন্ 'আযা-বিস্

করেছিলাম, কতিপয় জীন তার প্রতিপালকের নির্দেশে তার অধীনস্থ হয়ে তাঁর সামনে কাজ করত। তাদের মধ্য হতে যে কেহ আমার নির্দেশের অবাধ্য হয়, আমি তাকে প্রজ্বলিত

السَّعِيْرِ ۝١٢ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ

সা'ঈর। ১৩। ই'য়ামালূনা লাহূ মা- ইয়াশা—উ মিম্ মাহা-রীবা ওয়া তামা-ছীলা ওয়া জ্বিফা-নিন্ কাল্ জ্বাওয়া-বি

(জাহান্নামের) অগ্নির শাস্তির স্বাদ উপভোগ করাব। (১৩) সুলায়মান যা চাইত, তা তারা (জীনেরা) বানিয়ে দিত, যেমন সুন্দর প্রাসাদ, প্রতিকৃতি, পানির হাউজের ন্যায় বড় পাত্র

○ **টীকা (আঃ ১০) ঃ** হযরত দাউদ (আ)-এর অতিশয় মধুরকণ্ঠ ছিল। তিনি যখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুমিষ্টস্বরে আল্লাহর 'তছবীহ' ও 'জিকের' প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে নিমগ্ন হতেন, তখন মানুষ ত দূরের কথা, পর্বত সগর্জনে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত এবং অরণ্যের পক্ষীকুলও হর্ষোন্মত্ত হয়ে পড়ত। (কুঃ কাঃ)

○ **টীকা (আঃ ১৩) ঃ** তৎকালীন শরিয়তে নিষিদ্ধ ছিল না বলিয়া তাহারা নবীগণ, ফেরেশতা বা অন্যান্য জীবজন্তুর কাল্পনিক ও বাস্তব মূর্তিসমূহ গঠন করত। মূর্তিপূজার মূলোচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান ইসলামী শরিয়তে প্রাণীর ছবি অঙ্কন ও মূর্তি গঠন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (কুঃ কাঃ)

○ **বিশ্লেষণ (আঃ ১৩) ঃ** تماثيل - অর্থ প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য, মূর্তি। যা তামা ও সাদা পাথরের নির্মিত ছিল, কাতাদাহ (রা) বলেন, সেগুলো মাটি ও সীসার ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-এর শরীয়তে ভাস্কর্য নির্মাণ করা নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইসলামে এগুলো নির্মাণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

وَقُدُورٍ رّٰسِيٰتٍ ۭ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۭ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ۝

ওয়া কুদূরির্ রা-সিয়া-তিন্ ; 'ইমালূ~আ-লা দাউদা শুকরান ; ওয়া ক্বালীলুম্ মিন্ 'ইবা-দিয়াশ্ শাকূর্।
এবং চুলার উপরে স্থাপিত বিরাট ডেগ। হে দাউদ গোত্রীয় লোকজন! এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নেক কাজ কর। আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞ খুবই অল্প।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰي مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَاۗبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ ۝١٤

১৪। ফালাম্মা- ক্বাদ্বাইনা- 'আলাইহিল্ মাওতা মা-দাল্লাহুম্ 'আলা মাওতিহী~ইল্লা- দা—ব্বাতুল্ আর্দ্বি তা'কুলু মিন্সাআতাহূ,
(১৪) যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু সঙ্ঘটিত করলাম, তখন জ্বিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কিত খবর মাটির পোকা ব্যতীত, কেউ জানায় নি যারা তার (সুলায়মানের)

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ

ফালাম্মা- খার্‌রা তাবাইয়্যানাতিল্ জ্বিন্নু আল লাও কা-নূ ইয়া'লামূনাল্ গাইবা মা-লাবিছূ ফিল্ 'আযা-বিল
লাঠি খেতে ছিল। যখন সুলায়মান মাটিতে পড়ে গেল তখন জিনেরা জানতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানত, তবে তারা অপমানকর শাস্তির মধ্যে থাকত

الْمُهِيْنِ ۝١٥ لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۭ كُلُوْا

মুহীন। ১৫। লাক্বাদ্ কা-না লিসাবাইন্ ফী মাস্কানিহিম আ-ইয়াতুন্, জ্বান্নাতা-নি 'আইঁ ইয়ামীনিওঁ ওয়া শিমা-লিন ; কুলূ
না। (১৫) সাবা (সম্প্রদায়)-এর জন্য তাদের বাসস্থানে (আল্লাহর কুদরতের) নিদর্শন ছিল। তাদের ডানে ও বামে দুটি বাগান ছিল। (আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে,)

مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۭ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ۝١٦ فَاَعْرَضُوْا

মির্ রিয্‌ক্বি রাব্বিকুম্ ওয়াশ্‌কুরূ লাহূ ; বাল্‌দাতুন্ ত্বাইয়্যিবাতুওঁ ওয়া রাব্বুন্ গাফূর। ১৬। ফা'আরাদ্বূ
তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া রিযিক খাও এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এটি উত্তম শহর এবং প্রতিপালক (আল্লাহ) মহা ক্ষমাশীল। (১৬) কিন্তু তারা

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ

ফাআর্‌সাল্‌না- 'আলাইহিম সাইলাল্ 'আরিমি ওয়া বাদ্দাল্‌না-হুম বিজ্বান্নাতাইহিম জ্বান্নাতাইনি যাওয়া-তাই উকুলিন্
অবাধ্য হল, ফলে আমি তাদের উপর তীব্র (পানির) স্রোত প্রবাহিত করে দিলাম এবং আমি তাদের (সুন্দর) দুটি বাগানের পরিবর্তে (এমন) দুটি বাগান দিলাম যাতে ছিল

خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ۝١٧ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۭ وَهَلْ

খামত্বিওঁ ওয়া আছ্‌লিওঁ ওয়া শাইয়িম্ মিন সিদ্‌রিন্ ক্বালীল্। ১৭। যা-লিকা জ্বাযাইনা-হুম্ বিমা- কাফারূ ; ওয়া হাল্
স্বাদহীন (তিক্ত) ফল, ঝাউ এবং কিছু কুল বৃক্ষ। (১৭) আমি তাদেরকে এটা তাদের প্রতিফলস্বরূপ দিয়েছিলাম, তাদের কুফরীর কারণে। আমি (এ ধরনের) প্রতিফল

نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ۝١٨ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى

নুজ্বা-যী~ইল্লাল্ কাফূর। ১৮। ওয়া জ্বা'আল্‌না- বাইনাহুম ওয়া বাইনাল্ কুরাল্লাতী বা-রাক্‌না- ফীহা- কুরান্
শুধু অকৃতজ্ঞদেরকে দিয়ে থাকি। (১৮) আমি তাদের এবং সে জনপদের মাঝে সেখানে আমি কল্যাণ দান করেছিলাম, কিছু প্রকাশ্য জনবসতি সৃষ্টি করেছিলাম

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৪) ঃ يعلمون الغيب – হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে জিনদের বিশ্বাস ছিল যে, সুলায়মান (আ) অদৃশ্যের খবর অবশ্যই জানেন। কিন্তু হযরত সুলায়মানের (আ) ওফাতের দ্বারা জিনদের এই বিশ্বাস দূরিভূত হলো। (কুঃ কারীম)

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১৫) ঃ بلدة طيبة – শহরে প্রচুর ফলের বাগান থাকার কারণে উত্তম শহর বলা হয়েছে। কারো মতে, উক্ত শহরের আবহাওয়া খুবই উত্তম ও স্বাস্থ্যকর হওয়ার কারণে উত্তম শহরে বলা হয়েছে। উত্তম আবহাওয়ার কারণে, এ শহরটি ছিল, মশা-মাছি ও দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত শহর। (কুঃ কারীম)

ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (১৯) فَقَالُوا رَبَّنَا

জা-হিরাতাওঁ ওয়া ক্বাদ্দারনা- ফীহাস্ সাইরা ; সীরূ ফীহা- লায়া-লিয়া ওয়া আইয়্যা মান্ আ-মিনীন। ১৯। ফাক্বা-লূ রাব্বানা-
এবং সেখানে ভ্রমণের পথও নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং যেখানে রাতে ও দিনে তোমরা নিরাপদে ভ্রমণ (চলাফেরা) কর। (১৯) কিন্তু তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক!

بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ

বা-'ইদ্ বাইনা আস্ফা-রিনা- ওয়া জালামূ~আনফুসাহুম্ ফাজা'আল্না-হুম্ আহা-দীছা ওয়া মায্যাক্বনা-হুম্ কুল্লা মুমায্যাক্বিন ;
আমাদের ভ্রমণের পথ দূরত্ব করে দাও তারা তাদের নিজেদের উপর জুলুম করেছে। ফলে আমি তাদেরকে আলোচনার বস্তু হিসেবে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে টুকরা টুকরা

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (২০) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ

ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিকুল্লি স্বাব্বা-রিন্ শাকূর্। ২০। ওয়া লাক্বাদ্ স্বাদ্দাক্বা 'আলাইহিম ইব্লীসু জান্নাহূ
করে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল, কৃতজ্ঞের জন্য রয়েছে দৃষ্টান্ত। (২০) ইবলীস (শয়তান) তাদের ব্যাপারে, তার নিজ ধারণা সত্য করে দেখিয়েছে,

فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (২১) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ

ফাত্তাবা'উহু ইল্লা- ফারীক্বাম্ মিনাল্ মু'মিনীন। ২১। ওয়া মা- কা-না লাহূ 'আলাইহিম্ মিন্ সুল্ত্বা-নিন্ ইল্লা- লিনা'লামা
শুধু মাত্র মুমিনগণের একটি দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করেছিল। (২১) যাদের উপর ইবলীস (শয়তান) এর কোনই ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু (এর দ্বারা) আমার

২ রুকূ ৮

مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ع

মাই ইউ'মিনু বিল আ-খিরাতি মিম্মান্ হুওয়া মিনহা- ফী শাক্কিন্ ; ওয়া রাব্বুকা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ হাফীজ্।
উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি (প্রকাশ্য ভাবে) জেনে নিব, কে পরকালে বিশ্বাসী এবং কে সে (পরকাল) ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে। আপনার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ের রক্ষক।

(২২) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي

২২। ক্বুলিদ্'উল্ লাযীনা যা'আম্তুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি, লা- ইয়াম্লিকূনা মিছ্ক্বা-লা যার্রাতিন্ ফিস্
(২২) বলুন, তোমরা ডাক তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত (মাবুদ) ধারণা কর। তারা

السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ

সামা-ওয়া-তি ওয়ালা- ফিল্ আর্দ্বি ওয়া মা- লাহুম ফীহিমা- মিন্ শির্কিওঁ ওয়ামা- লাহূ মিন্হুম্ মিন্ জাহীর।
আকাশ ও পৃথিবীতে বিন্দু পরিমাণ (জিনিস) এরও মালিক নয় এবং এতদুভয়ের মধ্যে তাদের কোনই অংশ নেই এবং তাদের মধ্যে কেহ আপনার সাহায্যকারীও নয়।

(২৩) وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ

২৩। ওয়ালা- তানফা'উশ্ শাফা-'আতু 'ইনদাহূ~ইল্লা- লিমান্ আযিনা লাহূ ;হাত্তা~ ইযা- ফুয্যি'আ 'আন্ ক্বুলূবিহিম্
(২৩) যাকে (সুপারিশ করার) অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া কারও সুপারিশ আল্লাহর কাছে কাজে আসবে না। যখন তাদের অন্তর হতে ভয় উঠিয়ে নেয়া হবে তখন তারা

قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (২৪) قُلْ مَن يَرْزُقُكُم

ক্বা-লূ মা-যা-, ক্বা-লা রাব্বুকুম ; ক্বা-লুল্ হাক্ব্ক্বা, ওয়া হুওয়াল্ 'আলিয়্যুল্ কাবীর। ২৪। কুল্ মাই ইয়ারযুক্বুকুম্
একে অপরকে বলবে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? জবাবে তারা বলবে, যা সত্য তাই বলেছেন, তিনি মহান, সমুন্নত। (২৪) আপনি বলুন, কে তোমাকে

مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ

মিনাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি ; কুলিল্লা-হু, ওয়া ইন্না~আও ইয়্যা-কুম লা'আলা- হুদান্ আও ফী দ্বালা-লিম্

আকাশ এবং পৃথিবী হতে রিযিক প্রদান করে? আপনিই বলুন, আল্লাহ; (তাদেরকে এটাও বলুন যে) নিশ্চয়ই আমরা বা তোমরা হয় সৎ পথে আছি, না হয় স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে

مُّبِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٦﴾ قُلْ يَجْمَعُ

মুবীন। ২৫। কুল্ লা- তুস্আলূনা 'আম্মা~আজ্রাম্না- ওয়ালা- নুস্আলু 'আম্মা- 'তামালূন। ২৬। কুল্ ইয়াজ্মা'উ

আছি। (২৫) আপনি বলে দিন, আমাদের কৃত অপরাধের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমাদের কৃত কাজের জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হব না। (২৬) বলুন, আমাদের

بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٧﴾ قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ

বাইনানা- রাব্বুনা- ছুম্মা ইয়াফ্তাহু বাইনানা- বিল্ হাক্কি ; ওয়া হুয়াল্ ফাত্তা-হুল্ 'আলীম। ২৭। কুল্ আরূনিয়াল্ লাযীনা

সবাইকে আমাদের প্রতিপালক একত্রিত করবেন, অতঃপর (তিনি) আমাদের মাঝে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দিবেন। তিনি ন্যায় বিচারকারী, মহাজ্ঞানী। (২৭) আপনি বলুন, আচ্ছা তোমরা আমাকে তাদেরকে দেখাও যাদেরকে

اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٨﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً

আল্হাক্বতুম্ বিহী শুরাকা—আ কাল্লা- ; বাল্ হুওয়াল্লা-হুল্ 'আযীযুল্ হাকীম। ২৮। ওয়া মা~আর্সাল্না-কা ইল্লা- কা—ফ্ফাতাল্

তোমরা শরীক হিসেবে তাঁর সাথে মিলিয়ে রেখেছ। কখনই (তা পারবে) না, বরং তিনি (আল্লাহ) মহা শক্তিশালী, প্রজ্ঞাবান। (২৮) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র

لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى

লিন্না-সি বাশীরাওঁ ওয়া নাযীরাওঁ ওয়ালা- কিন্না আক্ছারান্ না-সি লা- ই'য়ালামূন। ২৯। ওয়া ইয়াক্বূলূনা মাতা-

মানুষের জন্য শুধু সু সংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে, অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (২৯) তারা বলে, সে (শাস্তি বা কিয়ামতের) প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে,

هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٠﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ

হা-যাল্ ও'য়াদু ইন্ কুন্তুম স্বা-দ্বিক্বীন। ৩০। কুল্ লাকুম্ মী'আ-দু ইয়াওমিল্ লা- তাস্তা'খিরূনা 'আন্হু

যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তবে বল? (৩০) বলুন, তোমাদের জন্য একটি প্রতিশ্রুতির দিন নির্ধারিত রয়েছে, যা থেকে তোমরা এক মুহূর্ত সময়

سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ

সা-'আতাওঁ ওয়ালা- তাস্তাক্বদিমূন। ৩১। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ লান্ নু'মিনা বিহা-যাল্ কুরআ-নি

পিছনেও হটাতে পারবে না এবং সামনেও আগাতে পারবে না। (৩১) আর কাফিরেরা বলে যে, আমরা কখনই এ কুরআনকে বিশ্বাস করব না

وَلَا بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ

ওয়ালা- বিল্লাযী বাইনা ইয়াদাইহি ; ওয়ালাও তারা~ইযিজ্ জা-লিমূনা মাওকূফূনা 'ইন্দা রাব্বিহিম;

এবং এর পূর্বের কিতাবের উপরেও নয়; (হে নবী!) আপনি যদি দেখতেন, যখন জালিমদেরকে দাঁড় করান হবে তাদের প্রতিপালকের সামনে,

✪ টীকা (আঃ ২৮) ঃ অর্থাৎ, জিন জাতীয় ও মানব জাতীয়, আরবী এবং অনারবী, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের সকলের জন্য। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ২৯) ঃ এবং না বুঝার কারণে মূর্খতা বশতঃ আপনার রেসালত অবিশ্বাস করে। অবশ্য চিন্তা করিলে তাহারা বিশ্বাস অর্জন করিতেও পারিত; কিন্তু মূর্খতা বশতঃ চিন্তাই করে না। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ بين يديه - অর্থাৎ, তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিল, ইত্যাদি আসমানী কিতাবসমূহ। কারো মতে, এখানে কেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ৩১) ঃ অর্থাৎ, এই জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা সে কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করাই তোমাদের উদ্দেশ্য। উহার নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির সময় অবশ্যই আসিবে। যদিও আমি এখন উহার নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলে না দেই। (বঃ কোঃ)

مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ

মিনাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; কুলিল্লা-হু, ওয়া ইন্না~আও ইয়্যা-কুম লা'আলা- হুদান্ আও ফী দ্বালা-লিম্

আকাশ এবং পৃথিবী হতে রিযিক প্রদান করে? আপনিই বলুন, আল্লাহ; (তাদেরকে এটাও বলুন যে) নিশ্চয়ই আমরা বা তোমরা হয় সৎ পথে আছি, না হয় স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে

مُّبِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٦﴾ قُلْ يَجْمَعُ

মুবীন। ২৫। কুল্ লা- তুস্আলূনা 'আম্মা~আজ্রাম্না- ওয়ালা- নুস্আলু 'আম্মা- তা'মালূন। ২৬। কুল্ ইয়াজ্মা'উ

আছি। (২৫) আপনি বলে দিন, আমাদের কৃত অপরাধের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমাদের কৃত কাজের জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হব না। (২৬) বলুন, আমাদের

بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٧﴾ قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ

বাইনানা- রাব্বুনা- ছুম্মা ইয়াফ্তাহু বাইনানা- বিল্ হাক্কি ; ওয়া হুয়াল্ ফাত্তা-হুল্ 'আলীম। ২৭। কুল্ আরূনিয়াল্ লাযীনা

সবাইকে আমাদের প্রতিপালক একত্রিত করবেন, অতঃপর (তিনি) আমাদের মাঝে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দিবেন। তিনি ন্যায় বিচারকারী, মহাজ্ঞানী। (২৭) আপনি বলুন, আচ্ছা তোমরা আমাকে তাদেরকে দেখাও যাদেরকে

اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٨﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً

আল্হাক্বতুম্ বিহী শুরাকা—আ কাল্লা- ; বাল্ হুওয়াল্লা-হুল্ 'আযীযুল্ হাকীম। ২৮। ওয়া মা~আর্সাল্না-কা ইল্লা- কা—ফ্ফাতাল্

তোমরা শরীক হিসেবে তাঁর সাথে মিলিয়ে রেখেছ। কক্ষনই (তা পারবে) না, বরং তিনি (আল্লাহ) মহা শক্তিশালী, প্রজ্ঞাবান। (২৮) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র

لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى

লিন্না-সি বাশীরাওঁ ওয়া নাযীরাওঁ ওয়ালা- কিন্না আক্ছারান্ না-সি লা- ই'য়ালামূন। ২৯। ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা-

মানুষের জন্য শুধু সু সংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে, অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (২৯) তারা বলে, সে (শাস্তি বা কিয়ামতের) প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে,

هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٠﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ

হা-যাল্ ও'য়াদু ইন্ কুন্তুম স্বা-দ্বিক্বীন। ৩০। কুল্ লাকুম্ মী'আ-দু ইয়াওমিল্ লা- তাস্তা'খিরূনা 'আন্হু

যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তবে বল? (৩০) বলুন, তোমাদের জন্য একটি প্রতিশ্রুতির দিন নির্ধারিত রয়েছে, যা থেকে তোমরা এক মুহূর্ত সময়

سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ

সা-'আতাওঁ ওয়ালা- তাস্তাক্বদিমূন। ৩১। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ লান্ নু'মিনা বিহা-যাল্ কুরআ-নি

পিছনেও হটাতে পারবে না এবং সামনেও আগাতে পারবে না। (৩১) আর কাফিরেরা বলে যে, আমরা কখনই এ কুরআনকে বিশ্বাস করব না

রুকূ ৯

وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖۚ

ওয়ালা- বিল্লাযী বাইনা ইয়াদাইহি ; ওয়ালাও তারা~ইযিজ্ জা-লিমূনা মাওকূফূনা 'ইন্দা রাব্বিহিম;

এবং এর পূর্বের কিতাবের উপরেও নয়; (হে নবী!) আপনি যদি দেখতেন, যখন জালিমদেরকে দাঁড় করান হবে তাদের প্রতিপালকের সামনে,

○ টীকা (আঃ ২৮) ঃ অর্থাৎ জিন জাতীয় ও মানব জাতীয়, আরবী এবং অনারবী, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের সকলের জন্য। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ এবং না বুঝার কারণে মূর্খতা বশতঃ আপনার রেসালত অবিশ্বাস করে। অবশ্য চিন্তা করিলে তাহারা বিশ্বাস অর্জন করিতেও পারিত; কিন্তু মূর্খতা বশতঃ চিন্তাই করে না। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩১) ঃ بين يديه – অর্থাৎ তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিল, ইত্যাদি আসমানী কিতাবসমূহ। কারো মতে, এখানে কেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৩১) ঃ অর্থাৎ, এই জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা সে কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করাই তোমাদের উদ্দেশ্য। উহার নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির সময় অবশ্যই আসিবে। যদিও আমি এখন উহার নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলে না দেই। (বঃ কোঃ)

يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ الْقَوْلَ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ

ইয়ার্‌জি'উ বা'দ্বুহুম্ ইলা- বা'দ্বিনিল্ ক্বাওলা, ইয়াক্বুলুল্ লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ লিল্লাযীনাস্

তখন তারা একে অন্যের প্রতি (দোষ চাপিয়ে) কথা বলতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল (অনুগত) করে রাখত, তারা, বড়দেরকে বলবে,

اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ

তাক্‌বারূ লাওলা~আন্‌তুম্ লাকুন্না- মু'মিনীন। ৩২। ক্বা-লাল্লাযীনাস্ তাক্‌বারূ লিল্লাযীনাস্

যদি তোমরা না হতে, তবে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। (৩২) যারা বড় (অহংকারী নেতা), তারা যাদেরকে দুর্বল (অনুগত) করে রাখত

اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ

তুদ্ব'ইফূ~আনাহ্নু স্বাদাদ্‌না-কুম্ 'আনিল্ হুদা- বা'দা ইয্ জা—আকুম্ বাল্ কুন্‌তুম মুজ্‌রিমীন।

তাদেরকে (জবাবে) বলবে, তোমাদের কাছে যখন সত্য পথ এসেছিল, এরপরে কি আমরা তোমাদেরকে তা থেকে বিরত রেখেছিলাম? বরং তোমরা ছিলে পাপী।

﴿٣٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

৩৩। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ লিল্লাযীনাস্ তাক্‌বারূ বাল্ মাক্‌রুল্লাইলি ওয়ান্নাহা-রি

(৩৩) যাদেরকে দুর্বল (অনুগত) করে রাখা হত, তারা বড় (অহংকারী নেতা)-দেরকে বলবে, বরং তোমরাই রাত দিন চক্রান্ত (প্রতারণা) করে

إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا

ইয্ তা'মুরূনানা~আন্ নাক্‌ফুরা বিল্লা-হি ওয়া নাজ্‌'আলা লাহূ~আনদা-দান ; ওয়া আসারূন্ নাদা-মাতা লাম্মা- রাআউল্

আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যে, আমরা যেন আল্লাহকে অবিশ্বাস করি এবং তাঁর সাথে অংশীদার নির্ধারণ করি। যখন তারা শাস্তি দেখবে, তখন তারা (উভয় দল)

الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا

'আযা-বা ; ওয়া জ্বা'আলনাল্ আগ্‌লা-লা ফী~'আনা-ক্বিল্লাযীনা কাফারূ ; হাল্ ইউজ্‌যাওনা ইল্লা-

অন্তরের আলোচনা (অন্তরেই) গোপন রাখবে, আর আমি কাফিরদের গর্দানে (অগ্নির) শিকল পড়াব। তাদেরকে শুধু তাদের কৃতকর্মেরই

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۙ إِنَّا

মা- কা-নূ ই'য়ামালূন। ৩৪। ওয়া মা~আর্‌সাল্‌না- ফী ক্বার্‌ইয়াতিম্ মিন্ নাযীরিন্ ইল্লা- ক্বা-লা মুত্‌রাফূহা~, ইন্না-

প্রতিফল দেয়া হবে। (৩৪) আমি যখনই কোন জনপদে প্রেরণ করেছি কোন ভীতি প্রদর্শনকারী (অর্থাৎ- নবী), তখনই সেখানকার বিলাস জীবন-যাপনকারীরা বলেছে,

بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۙ وَمَا نَحْنُ

বিমা~উর্‌সিল্‌তুম্ বিহী কা-ফিরূন। ৩৫। ওয়া ক্বা-লূ নাহ্নু আক্‌ছারু আম্‌ওয়া-লাওঁ ওয়া আওলা-দাওঁ, ওয়ামা- নাহ্নু

যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা তার অস্বীকারকারী। (৩৫) আর বলেছে, আমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অনেক বেশী, সুতরাং কিছুতেই আমাদেরকে

○ টীকা (আঃ ৩২) ঃ কেননা, সত্যধর্ম প্রকাশিত হওয়ার পরেও তোমরা তা কবুল করনি, এখন আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছ। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৩৩) ঃ প্রচেষ্টা বলতে উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শনই উদ্দেশ্য। সুতরাং তোমাদের এ দিবা-রাত্রির প্রচেষ্টা ক্রিয়া করেছে, এর ফলেই আমরা বিনষ্ট হয়েছি। অতএব, তোমরাই আমাদের সর্বনাশকারী। এরূপে তারা একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করলেও মনে মনে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অপরাধও উপলব্ধি করবে। পথভ্রষ্টকারীরা মনে করবে, সত্যিই এরূপ করেছিলাম। আর পথভ্রষ্টগণ মনে করবে, এরা আমাদেরকে ভ্রান্ত পথপ্রদর্শন করলেও আমাদেরও তো হিতাহিত জ্ঞান ছিল। কাজেই আমাদেরও দোষ আছে। বরং আমরাই অধিক দোষী। (বঃ কোঃ)

بمعذبين ﴿٣٥﴾ قل ان ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس

বিমু'আয্যাবীন। ৩৬। কুল্ ইন্না রাব্বী ইয়াবসুতুর রিয্ক্বা লিমাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াক্বদিরু ওয়া লা-কিন্না আক্ছারান্ না-সি
শাস্তি দেয়া হবে না। (৩৬) বলুন, আমার প্রতিপালক যাকে চান তার রিযিক বাড়িয়ে দেন আর যাকে চান সংকীর্ণ (কম) করে দেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক

لا يعلمون ﴿٣٦﴾ وما اموالكم ولا اولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى ৪ ع ৬ ১০ রুকূ

লা-ই'য়ালামূন। ৩৭। ওয়া মা~আম্ওয়া-লুকুম্ ওয়ালা ~আওলা-দুকুম্ বিল্লাতী তুক্বার্রিবুকুম্ 'ইন্দানা- যুল্ফা~
তা জানে না। (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি এমন নয় যে, যা তোমাদেরকে আমার নৈকট্য করে দিবে।

الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى

ইল্লা- মান্ আ-মানা ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহ্বান্, ফাউলা—ইকা লাহুম জ্বাযা—উদ্ব 'দ্বিফি বিমা- 'আমিলূ ওয়াহুম ফিল্
তবে যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে তাদের জন্য প্রতিদান (সওয়াব) বহুগুণ, তাদের (সৎ) কর্মের কারণে এবং তারা নিরাপদে

الغرفت امنون ﴿٣٧﴾ والذين يسعون فى ايتنا معجزين اولئك فى

গুরুফা-তি আ-মিনূন। ৩৮। ওয়াল্লাযীনা ইয়াস্'আওনা ফী~আ-ইয়া-তিনা- মু'আ-জ্বিযীনা উলা—ইকা ফিল্
(জান্নাতের) সুউচ্চ অট্টালিকায় থাকবে। (৩৮) যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করতে চেষ্টা করবে, এদেরকে (পাকড়াও করে) শাস্তির মধ্যে

العذاب محضرون ﴿٣٨﴾ قل ان ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده

'আযা-বি মুহ্দ্বারূন। ৩৯। কুল্ ইন্না রাব্বী ইয়াব্সুতুর্ রিয্ক্বা লিমাইঁ ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহী
উপস্থিত করা হবে। (৩৯) বলুন, আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য চান

ويقدر له وما انفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرزقين ﴿٣٩﴾ ويوم

ওয়া ইয়াক্বদিরু লাহূ; ওয়ামা~আন্ফাক্বতুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফাহুওয়া ইউখ্লিফুহূ, ওয়া হুওয়া খাইরুর্ রা-যিক্বীন। ৪০। ওয়া ইয়াওমা
তার রিযিক কম করে দেন। তোমরা যা কিছু (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনিই উত্তম রিযিকদাতা। (৪০) যেদিন

يحشرهم جميعا ثم يقول للملئكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون ○

ইয়াহ্শুরুহুম্ জ্বামী'আন্ ছুম্মা ইয়াক্বূলু লিল্ মালা—ইকাতি আহা~উলা—ই ইয়্যা-কুম কা-নূ ই'য়াবুদূন।
(আল্লাহ) তাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর ফিরিশতাগণকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এরা কি তোমাদের ইবাদত করত?

﴿٤٠﴾ قالوا سبحنك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم

৪১। ক্বা-লূ সুব্হ্বা-নাকা আন্তা ওয়ালিয়্যুনা- মিন্ দূনিহিম, বাল্ কা-নূ ই'য়াবুদূনাল্ জ্বিন্না,,আক্ছারুহুম্
(৪১) ফিরিশতাগণ বলবে, আপনি পবিত্র আপনি আমাদের অভিভাবক। তারা (আমাদের কিছুই) নয়। বরং তারা জীনদের ইবাদাত (পূজা) করত, তাদের অনেকেই

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ يقول الملئكة – মুশরিকদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতগণকে এরূপ কথা বলবেন যে, পরে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকেও জিজ্ঞাসা করবেন। তুমি কি লোকদেরকে এই কথা বলেছিলে যে, তোমরা আমাকে ও আমার মা (মরিয়ম)-কে আল্লাহ ব্যতীত মাবুদ রূপে গ্রহণ কর? (মায়েদা) ○ টীকা (আঃ ৪১) ঃ যেহেতু আরবের মোশরেকরা ফেরেশতাদেরকে উপাস্য গণ্য করতো সেজন্যে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ কেয়ামতের দিন যখন ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তখন তারা উত্তর দেবে– "আসলে এরা আমাদের বন্দেগী (উপাসনা) করতো না, বরং আমাদের নাম নিয়ে শয়তানদের বন্দেগী করতো। কারণ শয়তানরাই তাদের এই শিক্ষা দিয়েছিল যে– 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদেরকে অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে কর এবং তাদের সামনে নজর-নিয়াজ (উপঢৌকন ও নৈবেদ্য) পেশ কর।

بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤٢﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۭ وَنَقُوْلُ

বিহিম্ মু'মিনূন। ৪২। ফাল্ইয়াওমা লা- ইয়াম্লিকু 'বাদ্বুকুম লি'বাদ্বিন্ নাফ্'আওঁ ওয়ালা- দ্বার্রান ; ওয়া নাক্বুলু

ওদের প্রতি (মাবূদ বলে) বিশ্বাস রাখত। (৪২) আজ তোমাদের কেউ কারও জন্য (কোন প্রকারের) উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। আর আমি

لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَاِذَا تُتْلٰى

লিল্লাযীনা জালামূ যূক্বূ 'আযা-বান্না-রিল্ লাতী কুন্তুম্ বিহা- তুকায্যিবূন। ৪৩। ওয়া ইযা- তুত্লা-

জালিমদেরকে বলব, (জাহান্নামের) সে শাস্তি উপভোগ কর, যা তোমরা মিথ্যা বলতে। (৪৩) যখন তাদের সামনে আমার

عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ

'আলাইহিম আ-য়া-তুনা- বাইয়্যিনা-তিন্ ক্বা-লূ মা- হা-যা~ইল্লা-রাজুলুই্ ইউরীদু আই্ ইয়াস্দ্দাকুম 'আম্মা- কা-না

স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, এ এমন এক ব্যক্তি যে (ব্যক্তি), তোমাদের পিতৃ পুরুষরা যার ইবাদাত করত, তার (ইবাদাত) থেকে তোমাদেরকে

يَعْبُدُ اٰبَاۗؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۭ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ

ইয়া'বুদু-আ-বা—উকুম্ ওয়া ক্বা-লূ মা- হা-যা~ইল্লা~ইফ্কুম্ মুফ্তারান ; ওয়া ক্বা-লাল লাযীনা কাফারূ লিল্হাক্বক্বি

বিরত রাখতে চায়। তারা (একথাও) বলে যে, (এ পঠিত কুরআন) তো (নিজ) তৈরীকৃত ছাড়া আর কিছুই নয়। কাফিরদের কাছে যখন সত্য (কুরআন) আসে,

لَمَّا جَاۗءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٤﴾ وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا

লাম্মা- জা—আহুম্, ইন্ হা-যা ~ইল্লা- সিহ্রুম্ মুবীন। ৪৪। ওয়ামা ~আ-তাইনা-হুম্ মিন্ কুতুবিই্ ইয়াদ্রুসূনাহা-

তখন তারা সে সম্পর্কে বলে, এটা তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (৪৪) আমি তো তাদেরকে (মক্কাবাসীকে) কোন কিতাব, দিয়ে রাখিনি যা তারা পাঠ করত

وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿٤٥﴾ وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا

ওয়ামা ~আরসাল্না~ইলাইহিম ক্বাব্লাকা মিন্ নাযীর। ৪৫। ওয়া কায্যাবাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম ওয়া মা-

এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোন ভীতি প্রদর্শনকারীও প্রেরণ করিনি। (৪৫) এবং তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা বলেছিল, অথচ তাদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম (সে তুলনায়)

৫ ع ১১ রুকূ

بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۣ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٦﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ

বালাগূ মিশা-রা মা ~আ-তাইনা-হুম ফাকায্যাবূ রুসুলী, ফাকাইফা কা-না নাকীর। ৪৬। কুল্ ইন্নামা ~আ'ইজুকুম্

এদের তার দশ ভাগের এক ভাগও পৌঁছেনি, এরপরেও তারা আমার রাসূলকে অস্বীকার করেছিল। অতঃপর কেমন হয়েছিল (প্রত্যাখ্যানের) শাস্তি। (৪৬) বলুন, আমি তোমাদেরকে

بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۣ مَا بِصَاحِبِكُمْ

বিওয়া-হিদাতিন্, আন্ তাক্বূমূ লিল্লা-হি মাছ্না- ওয়া ফুরা-দা-ছুম্মা তাতাফাক্কারূ, মা- বিস্বা-হিবিকুম্

শুধু একটি কথারই উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য দুজন, বা একজন করে (নবীর মজলিস থেকে) দাঁড়িয়ে চিন্তা করে দেখ! দেখবে, তোমাদের সাথী

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪২) ঃ "ظلموا" – জালিম হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে শরীক করে শিরক' হলো বড় জুলুম। এ কারণে মুশরিকরা বড় জালিম। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৪৩) ঃ তাদের বক্তব্য এই যে, এই ব্যক্তি নবী নহে এবং ধর্মের প্রতি তার আহ্বানও আল্লাহর তরফ হতে নয়; বরং তারা ইচ্ছা আমাদের উপর নেতৃত্ব করা। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪৪) ঃ অর্থাৎ, এই কাফেরদের প্রতি এই নবী এবং এই কোরআন, সম্পূর্ণরূপে নূতন। বনীইসরাঈলের ন্যায় এদের উপর কোন কিতাবও নাযিল করা হয় নি এবং কোন নবীরও আগমন হয় নি। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৪৫) ঃ অর্থাৎ তাদের ন্যায় শক্তি, আয়ু, এবং ধন-সম্পদ এরা প্রাপ্ত হয় নি; যদ্বারা মানুষ সাধারণতঃ প্রতারিত হয়ে তাকে এবং যা সাধারণতঃ অহংকারের বিষয়। (বঃ কোঃ)

مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٧﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم

মিন্ জ্বিন্নাতিন্ ; ইন্ হুওয়া ইল্লা- নাযীরুল্লাকুম্ বাইনা ইয়াদাই 'আযা-বিন্ শাদীদ্ । ৪৭ । ক্বুল্ মা- সাআল্তুকুম্

উন্মাদ নহে। সে তো তোমাদের সামনে এক কঠিন শাস্তি আসার পূর্বে সে সম্পর্কে তোমাদেরকে শুধু সাবধানকারী। (৪৭) বলুন, তোমাদের কাছে আমি যদি কিছু

مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٨﴾ قُلْ

মিন্ আজ্বরিন্ ফাহুওয়া লাকুম ; ইন্ আজ্বরিয়া ইল্লা- 'আলাল্লা-হি, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ । ৪৮ । ক্বুল

পারিশ্রমিক বাবদ, চেয়ে থাকি তা তোমাদেরই জন্য। আমার পরিশ্রমিক তো আল্লাহরই কাছে এবং তিনি সব বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। (৪৮) বলুন,

إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٩﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ

ইন্না রাব্বী ইয়াক্বযিফু বিল্ হাক্বক্বি, 'আল্লা-মুল্ গুয়ূব্ । ৪৯ । ক্বুল্ জ্বা—আল্ হ্বাক্বক্বু ওয়া মা-ইউব্দিউল্ বা-ত্বিলু

নিশ্চয়ই আমার রব সত্য (ওহী) নাযিল করেন। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৪৯) বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা না পারে প্রথমে কিছু সৃষ্টি এবং না পারে কোন কিছুর

وَمَا يُعِيدُ ﴿٥٠﴾ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا

ওয়ামা- ইউ'ঈদ । ৫০ । ক্বুল্ ইন্ দ্বালাল্তু ফাইন্নামা~আদিল্লু 'আলা- নাফ্সী ওয়া ইনিহ্ তাদাইতু ফাবিমা-

পুনরুত্থান ঘটাতে। (৫০) বলুন, যদি আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাই, তবে আমার বিভ্রান্তির দায় আমার নিজের উপরই। আর যদি আমি (সত্য) পথে থাকি, তবে তার কারণ, আমার

يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥١﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا

ইউহ্বী~ইলাইয়্যা রাব্বী ; ইন্নাহূ সামী'উন্ ক্বারীব্ । ৫১ । ওয়া লাও তারা~ইয্ ফাযি'উ ফালা- ফাওতা ওয়া উখিযূ

রবের সে ওহী, যা তিনি আমার কাছে প্রেরণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটতম। (৫১) আর আপনি যদি (সে দৃশ্য) দেখতেন, যখন তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়বে, তারা কোথাও ভাগতে পারবে না এবং তাদেরকে

مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥٢﴾ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

মিম্ মাকা-নিন্ ক্বারীব্ । ৫২ । ওয়া ক্বা-লূ~আ-মান্না- বিহী, ওয়া আন্না- লাহুমুত্ তানা-উশু মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈদ্ ।

নিকটবর্তী জায়গা হতে পাকড়াও করা হবে। (৫২) তারা বলবে, আমরা এতে বিশ্বাস আনলাম, কিন্তু এত দূরবর্তী জায়গা হতে (কাঙ্ক্ষিত বস্তু) কিভাবে হাতে পাওয়া সম্ভব?

﴿٥٣﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٤﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ

৫৩ । ওয়া ক্বাদ্ কাফারূ বিহী মিন্ ক্বাব্লু, ওয়া ইয়াক্বযিফূনা বিল্গাইবি মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈদ ৫৪ । ওয়া হ্বীলা বাইনাহুম্

(৫৩) তারা তো একে পূর্বে অবিশ্বাস করেছিল এবং তারা দূরবর্তী স্থান হতে (বিনা প্রমাণে) অদৃশ্যভাবে (অনুমান করে) মন্তব্য ছুঁড়ে দিত। (৫৪) তাদের ও তাদের কামনীয়

وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ع ৬ ১২ রুকু

ওয়া বাইনা মা- ইয়াশ্তাহুনা কামা- ফু'ইলা বিআশ্ইয়া-'ইহিম্ মিন্ ক্বাব্লু ; ইন্নাহুম কা-নূ ফী শাক্কিম্ মুরীব্ ।

বস্তুর মধ্যে আড়াল করে দেয়া হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল এর পূর্বে তাদের অনুসারীদের জন্য! তারাও সন্দেহের মধ্যে পড়ে ইতস্তত করছিল।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ جاء الحق - সত্য দ্বারা কুরআন, ইসলাম অথবা নবীর (সা) আগমনকে বুঝানো হয়েছে এবং মিথ্যা দ্বারা ইবলিস অথবা মূর্তিকে বুঝানো হয়েছে। (তাঃ কাদেরী) ○ টীকা (আঃ ৫০) ঃ এর অর্থ এই নয় যে, বাতিল পন্থীদের আড়ম্বর চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে; বরং অর্থ এই যে, সত্য ধর্মের আবর্ভাবের পূর্বে যেমন কোন কোন সময় মিথ্যার প্রতি সত্য হওয়ার সন্দেহ হত, এখন হতে মিথ্যার সেই গুণটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর কখনও একে সত্য বলে সন্দেহ হবে না। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৫২) ঃ অর্থাৎ, কার্যক্ষেত্র হিসাবে পৃথিবীই ছিল ঈমান আনয়নের স্থান, যা এখন পরলোকে তা তাদের হতে বহু দূরে। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের আর কোন সম্ভাবনাও নেই। তদুপরি অদৃশ্যের প্রতিই ঈমান আনয়ন করার নির্দেশ ছিল; স্বচক্ষে দর্শন করে নয়। অতএব, এখন পরলোকে ঈমান গৃহীত হবে না। (বঃ কোঃ)

সূরা ফা-ত্বির
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪৫
রুকূ ঃ ৫

١ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ

১। আল্হাম্দু লিল্লা-হি ফা-ত্বিরিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বি জা-'ইলিল্ মালা—ইকাতি রুসুলান্ উলী~আজ্নিহ্বাতিম্
(১) সব প্রশংসা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জন্য, যিনি ফিরিশতাগণকে সংবাদ বাহক হিসেবে নিয়োগকারী, যাদের

مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

মাছ্না- ওয়া ছুলা-ছা ওয়া রুবা-'আ, ইয়াযীদু ফিল্ খাল্ক্বি মা- ইয়াশা—উ ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।
দু' দু', তিন তিন ও চার চারটি পাখা আছে তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টির মধ্যে যত ইচ্ছা (আরও পাখা) বাড়িয়ে দেন; আল্লাহ সব বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

٢ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ

২। মা- ইয়াফ্তাহিল্লা-হু লিন্না-সি মির্ রাহ্মাতিন্ ফালা- মুম্সিকা লাহা-, ওয়া মা- ইউম্সিক্, ফালা- মুর্সিলা লাহূ
(২) আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, কেউ তা বন্ধ করতে পারে না আর যা তিনি বন্ধ করেন, তার পর তা কেউ

مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ٣ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ

মিম্ বা'দিহী ; ওয়া হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হ্বাকীম। ৩। ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সুয্কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম ;
জারী করতে পারে না। তিনি মহা শক্তিশালী, প্রজ্ঞাবান। (৩) হে মানুষ! তোমাদেরকে আল্লাহ যে নেয়ামত দান করেছেন তা স্মরণ কর। আল্লাহ

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى

হাল্ মিন্ খা-লিক্বিন্ গাইরুল্লা-হি ইয়ার্যুক্বুকুম মিনাস্ সামা—ই ওয়াল্ আর্দ্বি ; লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, ফাআন্না-
ব্যতীত অন্য আর কোন কি সৃষ্টিকর্তা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে? রিযিক দেয়? তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে

تُؤْفَكُوْنَ ۝ ٤ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ

তু'ফাকূন। ৪। ওয়া ইঁয় ইউকায্যিবূকা ফাক্বাদ্ কুয্যিবাত্ রুসুলুম্ মিন্ ক্বাব্লিকা ; ওয়া ইলাল্লা-হি তুর্জা'উল্
যাচ্ছ? (৪) যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তাতে দুঃখ পাবেন না, কেননা আপনার পূর্বেও রাসূলগণকে। মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল আল্লাহর দিকেই সব কিছু

الْاُمُوْرُ ۝ ٥ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا

উমূর। ৫। ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সু ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হ্বাক্কুন্ ফালা- তাগুর্রান্নাকুমুল্ হ্বাইয়া-তুদ্ দুন্ইয়া-,
প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫) হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলতে পারে

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ جاعل الملئكة - ফিরিশতাগণ দ্বারা জিবরাইল (আ), মিকাইল (আ), ইস্রাফীল (আ) এবং আযরাইল (আ) গণকে বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে নবীগণের (আ) কাছে বাণী বাহক হিসাবে আল্লাহ পাঠাতেন। তাঁদের মধ্যে কতক দু', কতক তিন এবং কতক চার পাখা বিশিষ্ট ছিলেন। তারা যা দিয়ে যমীনে উঠা নামা করতেন। কতক ফিরিশতা এর চেয়ে অধিক পাখা বিশিষ্ট হত। (কুঃ কারীম)

○ টীকা (আঃ ১) ঃ এস্থলে ফেরেশতাদের বার্তাবাহী হওয়ার কথা উল্লেখ করার মধ্যে রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, মুশরেকদের মধ্যে কেহ কেহ ফেরেশতাগণকেও উপাস্য মনে করিত। সুতরাং তাহাদের বার্তাবাহী হওয়া বুঝান হয়েছে যে, তারা তো আল্লাহর আজ্ঞাবহ মাত্র। অতএব, তাদেরকে উপাস্য হিসাবে মান্য করা ভিত্তিহীন। (বঃ কোঃ)

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۞ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا

ওয়ালা- ইয়াগুররান্নাকুম্ বিল্লা-হিল্ গারূর। ৬। ইন্নাশ্ শাইত্বা-না লাকুম 'আদুওয়্যুন্ ফাত্তাখিযূহু আ'দুওয়্যান ; ইন্নামা-

এবং ধোঁকাবাজ শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় না ফেলে। (৬) নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তোমরা তাকে শত্রু বলেই জান।

يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۞ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ

ইয়াদ্'উ হিয্‌বাহূ লিইয়াকূনূ মিন্ আস্বহা-বিস্ সা'ঈর। ৭। আল্লাযীনা কাফারূ লাহুম 'আযা-বুন্

সে তো তার দলকে (শুধু) এজন্যই ডাকে, যাতে (তারা) জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যায়। (৭) যারা কাফির তাদের জন্য

شَدِيْدٌ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۞ اَفَمَنْ

শাদীদুন ; ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুঁও ওয়া আজ্‌রুন্ কাবীর। ৮। আফামান্ ১ ع ৭ ১৩ রুকূ

রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (৮) যার সামনে তার

زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ

যুইয়্যিনা লাহূ সূ—উ 'আমালিহী ফারাআ-হু হ্বাসানান্ ; ফাইন্নাল্লা-হা ইউদ্বিল্লু মাই ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াহ্‌দী মাই ইয়াশা—উ,

খারাপ কাজগুলো শোভাময় করে দেখান হয় এবং সেগুলো সে উত্তম হিসেবে দেখে, (সেকি পুণ্যবানদের সমান)? আল্লাহ যাকে চান বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۞ وَاللّٰهُ

ফালা- তায্‌হাব্ নাফ্‌সুকা 'আলাইহিম্ হ্বাসারা-তিন ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিমা- ইয়াস্বনা'উন। ৯। ওয়াল্লা-হুল্

প্রদর্শন করেন। সুতরাং তাদের (বিভ্রান্তির) ব্যাপারে দুঃখ করে আপনি নিজ জীবনকে ধ্বংসের দিকে নিবেন না। তারা যা কিছু করে, আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। (৯) আল্লাহ

الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ

লাযী~আর্‌সালার্ রিয়া-হ্বা ফাতুছীরু সাহ্বা-বান্ ফাসুক্‌না-হু ইলা-বালাদিম্ মাইয়্যিতিন্ ফাআহ্বইয়াইনা- বিহিল্ আর্‌দ্বা

যিনি বায়ু চালিয়ে (তা দ্বারা) মেঘসমূহ উত্তোলন করেন। অতঃপর আমি মেঘমালাকে শুষ্ক যমীনের দিকে (চালিয়ে) নিয়ে যাই এবং তা দ্বারা যমীনকে

بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۞ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ

বা'দা মাওতিহা-; কাযা-লিকান্ নুশূর। ১০। মান্ কা-না ইউরীদুল্ 'ইয্‌যাতা ফালিল্লা-হিল্ 'ইয্‌যাতু জ্বামী'আন্ ; ইলাইহি

তার শুষ্কতার পর; জীবিত (সতেজ) করি পুনরুত্থান অনুরূপ ভাবেই হবে। (১০) যে ব্যক্তি সম্মান অর্জন করতে চায় (তাকে বলুন) সব সম্মান আল্লাহরই (কাছে)।

يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ

ইয়াস্ব'আদুল্ কালিমুত্ব ত্বাইয়্যিবু ওয়াল্ 'আমালুস্ব স্বা-লিহু ইয়ার্‌ফা'উহূ ; ওয়াল্লাযীনা ইয়াম্‌কুরূনাস্ সাইয়্যিআ-তি

তাঁর দিকে আরোহন করলে পবিত্র বাক্যসমূহ এবং নেক কাজ আরো উন্নত করে। আর যারা খারাপ কাজের ষড়যন্ত্র করে,

○ টীকা (আঃ ৮) ঃ প্রথমোক্ত ব্যক্তি কাফের। যে ব্যক্তি শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে মিথ্যাকে সত্য এবং অনিষ্টকারীকে উপকারী মনে করছে। আর অপর ব্যক্তি মু'মেন, যে নবীগণের আনুগত্য এবং শয়তানের বিরোধিতার ফলে মিথ্যাকে মিথ্যা এবং সত্যকে সত্য বলে জানে। এই উভয় ব্যক্তি কখনও সমান হতে পারে না। এজন্যই বলছি শয়তানের ধোঁকায় পড়িও না। শয়তান তোমাদের শত্রু। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ১০) ঃ الكلم الطيب –পবিত্র বাক্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে, তাসবীহ, তিলাওয়াত, নেককাজের উপদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। "আরোহণ" অর্থ কবুল করা। অর্থাৎ, ফিরিশতাগণ বান্দার উল্লিখিত নেক কাজগুলো নিয়ে আকাশে আরোহণ করেন। যাতে আল্লাহ বড় প্রতিদান দেন। (কুঃ কাঃ)

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١١﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ

লাহুম 'আযা-বুন্ শাদীদুন ; ওয়া মাক্রু উলা—ইকা হুওয়া ইয়াবূর। ১১। ওয়াল্লা-হু খালাক্বাকুম্ মিন্ তুরা-বিন্

তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং তাদের (এ) ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে। (১১) আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি হতে, পরে বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন,

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ

ছুম্মা মিন্ নুত্বফাতিন্ ছুম্মা জ্বা'আলাকুম্ আয্ওয়া-জ্বান ; ওয়ামা- তাহ্মিলু মিন্ উন্ছা- ওয়ালা- তাদ্বা'উ ইল্লা- বি'ইল্মিহী ;

অতঃপর তোমাদেরকে বানিয়েছেন জোড়া জোড়া (পুরুষ, নারী)। তাঁর অজ্ঞাতে কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং (সন্তান) প্রসব করে না এবং কোন

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ

ওয়া মা- ইউ'আম্মারু মিম্ মু'আম্মারিওঁ ওয়ালা- ইউন্ক্বাছু মিন্ 'উমুরিহী~ইল্লা- ফী কিতা-বিন ; ইন্না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি

বয়স্ক ব্যক্তির বয়স বাড়ানো হয় না এবং কমানোও হয় না তার বয়স থেকে। তা সবই কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) রয়েছে নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য

يَسِيرٌ ﴿١٢﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ

ইয়াসীর। ১২। ওয়া মা- ইয়াস্তাওয়িল্ বাহ্রা-নি, হা-যা- 'আয্বুন্ ফুরা-তুন সা—ইগুন্ শারা-বুহূ ওয়া হা-যা- মিল্হুন্

খুবই সহজ। (১২) দুটি সমুদ্র সমান নহে- এর একটি মিষ্টি সুস্বাদু (পানি) যা তৃপ্তিদায়ক। আর অন্যটি লোনা পানি। তোমরা (এ দুটি সমুদ্রের) প্রত্যেকটি

أُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى

উজ্বা-জ্বুন ; ওয়া মিন্ কুল্লিন্ তা'কুলূনা লাহ্মান্ ত্বরিয়্যাওঁ ওয়া তাস্তাখ্রিজূনা হ্বিল্ইয়াতান্ তাল্বাসূনাহা-, ওয়া তারাল্

হতেই, তাজা গোশত খাও (অর্থাৎ মাছ) এবং তোমরা বের কর (মণি-মুক্তার) গহনাদি, যা তোমরা পরে থাক। তোমরা দেখতেছ যে, বড় বড় নৌকা (উভয়) সমুদ্রের মধ্যে

الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٣﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي

ফুল্কা ফীহি মাওয়া-খিরা লিতাব্তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী ওয়া লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন। ১৩। ইউলিজুল্ লাইলা ফিন্

পানি ভেদ করে (তীরে) চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি (আল্লাহ) রাতকে দিবসে এবং

النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي

নাহা-রি ওয়া ইউলিজুন্ নাহা-রা ফিল্ লাইলি, ওয়া সাখ্খারাশ্ শাম্সা ওয়াল্ ক্বামারা, কুল্লুই ইয়াজ্বরী

দিবসকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই (তার) নির্দিষ্ট সময়

لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

লিআজ্বালিম্ মুসাম্মান ; যা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুম্ লাহুল্ মুল্কু ; ওয়াল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দুনিহী

কাল পর্যন্ত চলে। তিনি আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক। রাজত্ব (কর্তৃত্ব) একমাত্র তাঁরই। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক।

○ টীকা (আঃ ১০) ঃ কুরাইশ ও মক্কার কাফেরদের একটি পরামর্শ গৃহ ছিল। যার নাম ছিল দারুন নুদওয়াহ্। মুসলমানদেরকে কিভাবে নির্যাতন করা যায় এবং নির্যাতনের মাত্রা কতটুকু নির্মম করা যায়– তারা এসব বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা করতো। একবার তারা সেই দারুন নুদওয়াতে রাসূল (স)-এর ব্যাপারে পরামর্শ করে। পরামর্শ শেষে সেখানে তারা তিনটি বিষয়ের সুপারিশ করে বলে, এর মধ্যে থেকে তোমাদেরকে যেকোন একটি বেছে নিতে হবে। এক. তাঁকে স্বীকৃতি দেয়া। দুই. তাঁকে হত্যা করা (নাউযুবিল্লাহ)। তিন. তাঁকে দেশান্তারিত করা। অত্র আয়াতে তাদের এসব চক্রান্তের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। (শাঃ হিঃ)

مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿١٣﴾ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا

মা- ইয়াম্‌লিকূনা মিন্ ক্বিত্‌মীর। ১৪। ইন্ তাদ্'উহুম্ লা-ইয়াস্‌মা'উ দু'আ—আকুম্, ওয়ালাও সামি'উ

তারা তো খেজুর বীচিরও মালিক নয়। (১৪) যদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের সে ডাক শোনবে না; আর (ধরে নাও) যদিও শোনে, তবু তোমাদের

مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۗ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ

মাস্‌তাজ্বা-বূ লাকুম ; ওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়াক্‌ফুরূনা বিশির্‌কিকুম ; ওয়া লা-ইউনাব্বিউকা মিছ্‌লু

(ডাকের) জবাব দিতে পারবে না। বরং কিয়ামতের দিন তোমাদের এ শরীক নির্ধারণের ব্যাপারটিকে অস্বীকার করবে। আর তোমাকে কেউই সর্বজ্ঞ; (আল্লাহ) এর

خَبِيْرٍ ﴿١٤﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

খাবীর। ১৫। ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সু আন্‌তুমুল্ ফুক্বারা—উ ইলাল্লা-হি, ওয়াল্লা-হু হুওয়াল্ গানিয়্যুল্ হ্বামীদ্।

ন্যায় খবর দিবে না। (১৫) হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ-অমুখাপেক্ষী, মহা প্রশংসিত।

﴿١٥﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾ وَلَا

১৬। ইঁয় ইয়াশা' ইউয্‌হিব্‌কুম ওয়া ইয়া'তি বিখাল্‌ক্বিন্ জ্বাদীদ্। ১৭। ওয়া মা- যা-লিকা 'আলাল্লা-হি বি'আযীয্। ১৮। ওয়ালা-

(১৬) তিনি যদি চান তোমাদেরকে (ধ্বংস করে) নিয়ে যেতে পারেন এবং আনতে পারেন নূতন (এক) সৃষ্টি। (১৭) এ আল্লাহর জন্য কোনই মুশকিলের নয়। (১৮) কোন

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ

তাযিরু ওয়া-যিরাতুওঁ ওয়িয্‌রা উখ্‌রা- ; ওয়াইন্ তাদ্'উ মুছ্‌ক্বালাতুন্ ইলা- হ্বিম্‌লিহা- লা-ইউহ্বমাল্ মিন্‌হু শাইউওঁ

বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। আর যদি কোন ভারার্পিত ব্যক্তি তার বোঝা বহন করার জন্য কাউকে ডাকে– তবে তা থেকে মোটেই বহন করা হবে না

وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا

ওয়ালাও কা-না যা-ক্বুরবা-; ইন্নামা- তুন্‌যিরুল্ লাযীনা ইয়াখ্‌শাওনা রাব্বাহুম্ বিল্‌গাইবি ওয়া আক্বা-মুস্ব

যদিও সে নিকটতম আত্মীয় হয়। আপনি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করে দিতে পারেন, যারা তাদের প্রতিপালককে অদৃশ্য ভাবে ভয় করে এবং

الصَّلٰوةَ ۗ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾ وَمَا يَسْتَوِى

স্বালা-তা ; ওয়া মান্ তাযাক্কা- ফাইন্নামা- ইয়াতাযাক্কা- লিনাফ্‌সিহী ; ওয়া ইলাল লা-হিল্ মাস্বীর। ১৯। ওয়ামা- ইয়াস্‌তাওয়িল্

নামাজ কায়েম করে। যে (গুনাহ থেকে) পবিত্র হয়, সে শুধু তার নিজের (কল্যাণের) জন্যই পবিত্র হয়। (সকলের) প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছেই। (১৯) দৃষ্টিহীন (ব্যক্তি)

الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾ وَمَا

'আমা- ওয়াল্ বাস্বীর। ২০। ওয়ালাজ্ জুলুমা-তু ওয়ালান্ নূর। ২১। ওয়া লাজ্ জিল্‌লু ওয়ালাল্ হ্বারূর। ২২। ওয়ামা-

এবং দৃষ্টিসম্পন্ন (ব্যক্তি) সমান নয়। (২০) অন্ধকার ও আলো সমান নয়। (২১) এবং সমান নয় ছায়া ও (রোদের) তাপ। (২২) এবং

তিন চতুর্থাংশ ◕ ২ ع ৭ ১৪ রুকূ

- ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৮) ঃ تزكى – অর্থ, শিরক ও আশ্লীল বাজ হতে পবিত্র থাকা।
- ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৯) ঃ ......اعمى – দৃষ্টিহীন দ্বারা কাফির এবং দৃষ্টিসম্পন্ন দ্বারা মুমিনকে বুঝানো হয়েছে।
- ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২০) ঃ الظلمت – অন্ধকার দ্বারা বাতিল এবং আলো দ্বারা সত্যকে বুঝানো হয়েছে।
- ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২১) ঃ الظل – ছায়া দ্বারা জান্নাত এবং তাপ দ্বারা জাহান্নামকে বুঝানো হয়েছে।
- ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২২) ঃ احياء – জীবিত দ্বারা, মুমিন এবং মৃত দ্বারা কাফির হে বুঝানো হয়েছে।

يستوي الاحياء ولا الاموات ط ان الله يسمع من يشاء ج وما انت بمسمع

ইয়াস্তাওয়িল্ আহ্‌ইয়া—উ ওয়ালাল্ আম্ওয়া-তু ; ইন্নাল্লা-হা ইউস্‌মি'উ মাই ইয়াশা—উ, ওয়া মা~আন্‌তা বিমুস্‌মি'ইম্

জীবিত ও মৃত সমান নয়। আল্লাহ যাকে চান, শোনান। আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না, যারা কবরে

من في القبور ﴿٢٣﴾ ان انت الا نذير ﴿٢٤﴾ انا ارسلنك بالحق بشيرا ونذيرا ط

মান্ ফিল্ ক্বুবূর। ২৩। ইন্ আন্‌তা ইল্লা- নাযীর। ২৪। ইন্না~আরসাল্‌না-কা বিল্‌হাক্বক্বি বাশীরাঁও ওয়া নাযীরান ;

রয়েছে। (২৩) আপনিতো শুধু সতর্ককারী, (২৪) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। আর পূর্বে এমন কোন উম্মত ছিল না,

وان من امة الا خلا فيها نذير ﴿٢٥﴾ وان يكذبوك فقد كذب الذين

ওয়া ইম্মিন্ উম্মাতিন্ ইল্লা- খালা-ফীহা- নাযীর। ২৫। ওয়া ইঁয় ইউকায্‌যিবূকা ফাক্বাদ্ কায্‌যাবাল্ লাযীনা

যাদের কাছে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি। (২৫) যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে, তবে তাদেরকেও তারা অস্বীকার করেছিল, যারা তাদের পূর্বে (নবী) ছিল

من قبلهم ج جاءتهم رسلهم بالبينت وبالزبر وبالكتب المنير ۝

মিন্ ক্বাব্‌লিহিম, জা—আত্‌হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ওয়া বিয্‌যুবুরি ওয়া বিল্‌কিতা-বিল্ মুনীর।

তাদের কাছেও তাদের রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা (আসমানী ছোট্ট কিতাব) এবং আলোকময় কিতাবসহ এসেছিল।

৩ ع ২ ১৫ রুকূ

﴿٢٦﴾ ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ﴿٢٧﴾ الم تر ان الله انزل من

২৬। ছুম্মা আখায্‌তুল্লাযীনা কাফারূ ফাকাইফা কা-না নাকীর্। ২৭। আলাম্ তারা- আন্নাল্লা-হা আন্‌যালা মিনাস্

(২৬) অতঃপর আমি সে কাফিরদেরকে পাকড়াও করলাম। কিরূপ ছিল আমার (প্রত্যাখ্যানের) শাস্তি! (২৭) আপনি কি (চিন্তা করে) দেখেন না! আল্লাহ

السماء ماء ج فاخرجنا به ثمرت مختلفا الوانها ط ومن الجبال جدد

সামা—ই মা—আন, ফাআখ্‌রাজ্‌না-বিহী ছামারা-তিম্ মুখ্‌তালিফান্ আল্‌ওয়া-নুহা- ওয়া মিনাল্ জিবা-লি জুদাদুম্

আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, অতঃপর আমি (আল্লাহ) তার দ্বারা বিভিন্ন রং এর ফল উৎপন্ন করি? এবং পাহাড়গুলোও

بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ﴿٢٨﴾ ومن الناس والدواب

বীদুঁও ওয়া হুম্‌রুম্ মুখ্‌তালিফুন্ আল্‌ওয়া-নুহা- ওয়া গারা-বীবু সূদ্। ২৮। ওয়া মিনান্ না-সি ওয়াদ্ দাওয়া—ব্বি

বিভিন্ন রং-এর- সাদা, লাল এবং একেবারে ঘনকাল গিরিপথ। (২৮) অনরূপভাবে মানুষ, জন্তু

والانعام مختلف الوانه كذلك ط انما يخشى الله من عباده العلمؤا ط

ওয়াল্ আন্'আ-মি মুখ্‌তালিফুন্ আল্‌ওয়া-নুহূ কাযা-লিকা ; ইন্নামা- ইয়াখ্‌শাল্লা-হা মিন্ 'ইবা-দিহিল্ 'উলামা—উ ;

এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যেও বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে। আল্লাহকে শুধুমাত্র ভয় তারাই করে, যারা তাঁর বান্দাদের মধ্যে (আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে) জ্ঞান রাখে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৩) ঃ الا نذير – অর্থাৎ, নেককারী। আপনার দায়িত্বও আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করা। হেদায়েত আল্লাহরই ইচ্ছায়। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ২৭) ঃ কোন কোন সময় বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে আর কোন কোন সময় একই প্রকারের প্রাণীর মধ্যেই বিবিন্ন বর্ণ হয়ে থাকে। অতএব, যারা এসমস্ত প্রমাণের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহান ক্ষমতার কথা গবীরভাবে চিন্তা করে, তারা আল্লাহ্ তায়ালার অপার মহিমা উপলব্ধি করতে পারে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ২৮) ঃ এর থেকে জানা গেল মাত্র গ্রন্থ পাঠকারী বা কিতাবী বিদ্যায় বিদ্বানকে 'আলেম' বলা যায় না; বরং আলেম তিনি যিনি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেন। (বঃ কোঃ)

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا

ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ গাফূর। ২৯। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াত্‌লূনা কিতা-বাল্লা-হি ওয়া আক্বা-মুস্ব স্বালা-তা ওয়া আন্‌ফাকূ

আল্লাহ মহা শক্তিশালী, ক্ষমাশীল। (২৯) যারা আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) পাঠ করে এবং নামাজ কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে প্রদান করেছি,

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ

মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম্ সির্‌রাওঁ ওয়া'আলা-নিয়াতাঁই ইয়ারজূনা তিজ্বারাতাল্ লান্ তাবূর। ৩০। লিইউওয়াফ্‌ফিয়াহুম্ উজূরাহুম্

তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার প্রত্যাশী, যা কখনও লোকসান হবার নয়। (৩০) কারণ, আল্লাহ তাদের প্রতিদান পূর্ণভাবে দিবেন

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

ওয়া ইয়াযীদাহুম্ মিন্ ফাদ্বলিহী ; ইন্নাহূ গাফূরুন্ শাকূর। ৩১। ওয়াল্লাযী~আওহাইনা~ইলাইকা মিনাল্ কিতা-বি

এবং তাঁর নিজ রহমত থেকে তাদের আরও বাড়িয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩১) আর আমি যে কিতাব (কুরআন) তোমার প্রতি নাযিল করেছি

هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا

হুওয়াল্ হাক্কু মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি ; ইন্নাল্লা-হা বি'ইবা-দিহী লাখাবীরুম্ বাস্বীর। ৩২। ছুম্মা আওরাছ্‌নাল্

তা সত্য, যে এর পূর্বের কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পূর্ণ খবর রাখেন ও দেখেন। (৩২) অতঃপর আমি সে কিতাব (কুরআন)-এর

الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ

কিতা-বাল্লাযীনাস্ব ত্বাফাইনা- মিন্ 'ইবা-দিনা- ফামিন্‌হুম্ জা-লিমুল্ লিনাফ্‌সিহী ওয়া মিন্‌হুম মুক্বতাস্বিদুন্,

অধিকারী তাদেরকে করেছি, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে বাছাই করেছি। তবে তার মধ্যে কতক নিজের প্রতি জুলুমকারী এবং কতক মধ্যম পন্থী

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ

ওয়া মিন্‌হুম সা-বিক্বুম্ বিল্‌খাইরা-তি বিইয্‌নিল্লা-হি ; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাদ্বলুল্ কাবীর। ৩৩। জান্না-তু 'আদ্‌নিইঁ

এবং তাদের মধ্যে কতক আল্লাহর ইচ্ছায় (রহমতে) কল্যাণ কর কাজে অগ্রগামী। এটা (আল্লাহর) মহান দয়া। (৩৩) তারা সে অবিনশ্বর (স্থায়ী) জান্নাতে

يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا

ইয়াদ্‌খুলূনাহা- ইউহাল্লাওনা ফীহা- মিন্ আসা-ওয়িরা মিন্ যাহাবিওঁ ওয়া লু'লুওয়ান, ওয়া লিবা-সুহুম ফীহা-

প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে সজ্জিত করা হবে স্বর্ণের বালা (চুড়ি) ও মুক্তা (পরানো) দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমী

حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ

হ্বারীর। ৩৪। ওয়া ক্বা-লুল্ হ্বাম্‌দু লিল্লা-হিল্ লাযী~আয্‌হাবা 'আন্নাল্ হাযানা ; ইন্না রাব্বানা- লাগাফূরুন্

কাপড়ের। (৩৪) এবং তারা বলবে, সে (মহান) আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা, যিনি আমাদের থেকে পেরেশানী দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক

○ টীকা (আঃ ২৯) ঃ কেননা, এই পণ্যের ক্রেতা সৃষ্টজীব নয় যে, সময়ে পণ্যের সমাদর করবে এবং সময়ে অবহেলা করবে। বরং এর খরিদ্দার স্বয়ং আল্লাহ, যিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, তাদেরই হিতসাধনের উদ্দেশ্যেই উক্ত সওদার উপযুক্ত মূল্য দান করবেন, তাতে নিজের স্বার্থ বিন্দুমাত্রও নেই।
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩০) ঃ سرا علانية – অর্থাৎ, রাত, দিন, প্রকাশ্যে ও গোপনে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে। যাতে, গোপনে ব্যয় করা দ্বারা, নফল সদকা আর প্রকাশ্যে ব্যয় করা দ্বারা, ফরজ সদকা (অর্থাৎ, যাকাত) কে বুঝানো হয়েছে। ○ টীকা (আঃ ৩২) ঃ অর্থাৎ, মুসলমানগণ ঈমান আনয়নের ফলে সমগ্র জগতবাসীর মধ্যে তারাই আল্লাহর অধিক প্রিয়। অবশ্য তাদের মধ্যেও অন্যান্য কারণ যথা, মন্দ কাজ অবলম্বনের দরুন নিন্দার কারণও রয়েছে। ফলকথা, পছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে সকল মু'মিন সমান সত্ত্বেও তারা আবার তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। সম্মুখের দিকে তা-ই বর্ণনা করছেন। (বঃ কোঃ)

شكور ﴿٣٤﴾ الذى احلنا دار المقامة من فضله ج لا يمسنا فيها نصب ولا

শাকূর। ৩৫। নিল্লাযী~আহাল্লানা- দা-রাল্ মুক্বা-মাতি মিন্ ফাদ্বলিহী, লা-ইয়ামাস্সুনা- ফীহা- নাস্বাবুঁও ওয়ালা-
ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫) যিনি তাঁর নিজ দয়ায় আমাদেরকে স্থায়ী বাসস্থানে (জান্নাতে) অবতরণ করায়েছেন। সেখানে স্পর্শ করবে না কোন

يمسنا فيها لغوب ﴿٣٥﴾ والذين كفروا لهم نار جهنم ج لا يقضى عليهم

ইয়ামাস্সুনা- ফীহা- লুগূব। ৩৬। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ লাহুম না-রু জ্বাহান্নামা, লা-ইউক্বদ্বা- 'আলাইহিম্
ক্লান্তি ও কোন (প্রকার) কষ্ট। (৩৬) আর যারা কাফির, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তাদের উপর এভাবে নির্দেশ দেয়া হবে না, যাতে

فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ط كذلك نجزى كل كفور ٥

ফাইয়ামূতূ ওয়ালা- ইউখাফ্ফাফু 'আন্হুম মিন্ 'আযা-বিহা-; কাযা-লিকা নাজ্বযী কুল্লা কাফূর।
তারা মারা যাবে (ও শাস্তি হতে মুক্তি পাবে) এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও হালকা করা হবে; আমি কাফিরদেরকে এভাবেই শাস্তি দিব।

﴿٣٦﴾ وهم يصطرخون فيها ج ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل ط

৩৭। ওয়া হুম্ ইয়াস্ত্বতারিখূনা ফীহা-, রাব্বানা~আখ্রিজ্না- না'মাল্ স্বা-লিহান্ গাইরাল্লাযী কুন্না- না'মালু ;
(৩৭) সেখানে বসে তারা চীৎকার করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে বের করে নাও। আমরা নেক কাজ করব যে কাজ পূর্বে করেছিলাম তা করবনা।

اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ط فذوقوا فما للظلمين

আওয়ালাম্ নু'আম্মির্কুম্ মা-ইয়াতাযাক্কারু ফীহি মান্ তাযাক্কারা ওয়া জ্বা—আকুমুন্ নাযীর ; ফাযূক্ব ফামা- লিজ্জা-লিমীনা
(আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতো বয়স দেইনি যে, এ সময়ের মধ্যে (দ্বীনের) উপদেশ গ্রহণ করতে পারতে, যে উপদেশ গ্রহণ করতে চাইতে? এবং তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী (নবী) ও এসেছিল; সুতরাং

৪ ع ১১ ১৬ রুকূ

من نصير ﴿٣٧﴾ ان الله علم غيب السموت والارض ط انه عليم بذات

মিন্ নাস্বীর। ৩৮। ইন্নাল্লা-হা 'আ-লিমু গাইবিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ব
(এখন শাস্তি) উপভোগ কর, জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৩৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, আকাশ ও পৃথিবীর লুকায়িত বিষয়গুলো। নিশ্চয়ই তিনি জানেন, মনের

الصدور ﴿٣٨﴾ هو الذى جعلكم خلئف فى الارض ط فمن كفر فعليه كفره ط

স্বুদূর। ৩৯। হুওয়াল্লাযী জ্বা'আলাকুম্ খালা—ইফা ফিল্ আরদ্বি ; ফামান্ কাফারা ফা'আলাইহি কুফ্রুহূ ;
সব কথা (৩৯) তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করেছেনই, সুতরাং যে অকৃতজ্ঞ হবে, তার অকৃতজ্ঞতার (প্রতিফলের) জন্য সে নিজেই দায়ী।

ولا يزيد الكفرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ج ولا يزيد الكفرين كفرهم

ওয়ালা- ইয়াযীদুল কা-ফিরীনা কুফ্রুহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম ইল্লা- মাক্বতান্, ওয়ালা- ইয়াযীদুল্ কা-ফিরীনা কুফ্রুহুম
অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস, তাদের প্রতিপালকের কাছে কেবল অসন্তুষ্টিই বৃদ্ধি করে এবং অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস, কেবল তাদের

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৭) ঃ النذير – রাসূলুল্লাহকে (স) বুঝানো হয়েছে।

✪ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ কেননা, আমি তাদের শির্ক এবং কুফরের দরুন অসন্তুষ্ট থাকায় সাহায্য করবই না; আর অপর কেহ অক্ষমতার দরুন সাহায্য করতেই পারবে না। ✪ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ এবং এই সমস্ত প্রমাণ ও নেয়ামতের কারণে মানুষের উচিত ছিল প্রমাণ ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আল্লাহ একত্বে বিশ্বাস করা ও তাঁর আনুগত্য করা; কিন্তু কতক লোক কুফর ও বিরুদ্ধাচরণের উপরই স্থির রয়েছে। (বঃ কোঃ)

إِلَّا خَسَارًا ﴿٤٠﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ

ইল্লা- খাসা-রা-। ৪০। কুল্ আরাআইতুম্ শুরাকা—আ কুমুল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি ;

ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৪০) আপনি বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে (উপাসক) দের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখছ, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাক?

أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ ۚ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ

আরূনী মা-যা- খালাকূ মিনাল্ আর্দ্বি আম্ লাহুম্ শির্কুন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি, আম্ আ-তাইনা-হুম্

আমাকে বলতো, তারা পৃথিবীর কি (জিনিস) সৃষ্টি করেছে অথবা আকাশ (সৃষ্টি) এর মধ্যে তাদের কি কোন অংশিদারিত্ব আছে? অথবা তাদেরকে কি আমি (এমন) কোন

كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

কিতা-বান্ ফাহুম্ 'আলা- বাইয়্যিনাতিম্ মিন্হু, বাল্ 'ইঁয়া 'ইদুজ্ জা-লিমূনা 'বাদ্বুহুম্ 'বাদ্বান ইল্লা- গুরূরা-।

কিতাব দিয়েছি যে, তা দিয়ে তারা (অংশিদারিত্বের) প্রমাণের উপর রয়েছে? বরং এ জালিমরা শুধু একে অন্যকে প্রবঞ্চনামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

﴿٤١﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا

৪১। ইন্নাল্লা-হা ইউম্সিকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা আন্ তাযূলা-; ওয়া লাইন্ যা-লাতা~ইন্ আম্সাকাহুমা-

(৪১) আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন, যাতে এ দুটো টলে না পড়ে। আর যদি এ দুটো টলে পড়ে, তারপরে আল্লাহ ব্যতীত আর অন্য কেউ

مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٢﴾ وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ

মিন্ আহ্দিম্ মিম্ বা'দিহী ; ইন্নাহূ কা-না হ্বালীমান্ গাফূরা-। ৪২। ওয়া আক্বসামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্দা আইমা-নিহিম্

এ দুটোকে ধরে রাখতে পারবে না। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) মহা ধৈর্য্যশীল, ক্ষমাশীল। (৪২) আর তারা (কাফিরেরা) আল্লাহর নামে শক্ত শপথ করে বলত যে,

لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ

লাইন্ জ্বা—আহুম্ নাযীরুল্ লাইয়াকূনুন্না আহ্দা- মিন্ ইহ্দাল্ উমামি, ফালাম্মা- জ্বা—আহুম্

যদি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (নবী) আসে, তবে তারা (অন্যান্য) প্রত্যেক উম্মতের চেয়ে অধিকতর হেদায়েত কবুলকারী হবে। যখন তাদের কাছে সতর্ককারী

نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٣﴾ ٱسْتِكْبَارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِ ۚ

নাযীরুম্ মা-যা-দাহুম ইল্লা- নুফূরা- ৪৩। নিস্তিক্বা-রান্ ফিল্ আর্দ্বি ওয়া মাক্রাস্ সাইয়্যিই ;

(নবী) আগমন করল, তখন কেবল (নবী থেকে) এদের দূরত্ব বৃদ্ধি করল– (৪৩) পৃথিবীতে নিজদেরকে (সবচেয়ে) বড় ধারণা করার কারণে

وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ

ওয়ালা- ইয়াহ্বীকুল মাক্রুস্ সাইয়্যিউ ইল্লা- বিআহ্লিহী ; ফাহাল্ ইয়ানজুরূনা ইল্লা- সুন্নাতাল্

এবং হীন চক্রান্তের কারণে। আর হীন চক্রান্ত, বেষ্টনী করে কেবলমাত্র সে চক্রান্ত সৃষ্টিকারীদেরকেই। তবে তারা কি প্রতীক্ষা করছে, পূর্ববর্তীদের উপর জারীকৃত

○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ যার ফলে যৌক্তিক প্রমাণে তাদের উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণিত হতে পারে। (বঃ কোঃ) কেননা তাদের পূর্ব পুরুষরা তাদেরকে ভিত্তিহীন ভুল কথা শিখায়ো আসছিল যে, "এই মূর্তিসমূহ আল্লাহর সমীপে আমাদের জন্য সুপারিশকারী হবে।" অথচ সেগুলি সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন।

○ টীকা (আঃ ৪৩) ঃ অর্থাৎ, তাদের অহংকারের দরুন শুধু তাদের ঘৃণা বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষান্ত হয় নি; বরং আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেল। তারা যাঁরা ক্ষতি করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, সময় সময় অবশ্য তাঁদেরও কিছু ক্ষতি হত; কিন্তু তা পার্থিব ক্ষতি। পক্ষান্তরে অনিষ্টকারীরা পরলোকে এর কুফল ভোগ করবে অনন্ত কাল। ফলকথা, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, কাফেরদের শাস্তি হবে। বস্তুতঃ তাঁহার প্রতিশ্রুতি অতীব সত্য, সুতরাং তাদের শাস্তি না হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই এবং তাদের পরিবর্তে অন্য কারও শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাদেরই শাস্তি হবে এবং অবশ্যই হবে। (বঃ কোঃ)

الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ

আওয়্যালীনা, ফালান্ তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাব্দীলান্, ওয়া লান্ তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি

(সে) নিয়মের? (অর্থাৎ শাস্তির)। কিন্তু আপনি আল্লাহর নিয়মের কোনই পরিবর্তন পাবেন না এবং আপনি আল্লাহর নিয়মের কোন ব্যতিক্রম

تَحْوِيلًا ﴿٤٤﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

তাহ্ওয়ীলা-। ৪৪। আওয়ালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্দ্বি ফাইয়ান্জুরূ কাইফা কা-না- 'আ-ক্বিবাতুল্ লাযীনা

পাবেন না। (৪৪) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তবে তারা দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তী (অবিশ্বাসী) দের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল?

مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي

মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ওয়া কা-নূ~আশাদ্দা মিন্হুম্ কুওয়্যাতান ; ওয়া মা- কা-নাল্লা-হু লিই'উজ্বিযাহূ মিন্ শাইয়িন্ ফিস্

তারা তো শক্তিতে তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল, আল্লাহ এমন নন যে, তাঁকে অপারগ করতে পারে,

السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٥﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ

সামা-ওয়া-তি ওয়ালা- ফিল্ আর্দ্বি ; ইন্নাহূ কা-না 'আলীমান্ ক্বাদীরা-। ৪৫। ওয়ালাও ইউআ-খিযুল

আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুই। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী। (৪৫) যদি আল্লাহ মানুষকে তার

اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ

লাহুন্ না-সা বিমা- কাসাবূ মা- তারাকা 'আলা- জাহ্রিহা- মিন্ দা—ব্বাতিওঁ ওয়া লা-কিঁই ইউ আখ্খিরুহুম

কর্মের কারণে, পাকড়াও করতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠের কোন জীব জানোয়ারকেই ছাড়তেন না। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন

৫ ع ১৮ ১৭ রুকূ

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

ইলা~আজ্বালিম্ মুসাম্মান্, ফাইযা- জ্বা—আ আজ্বালুহুম ফাইন্নাল্লা-হা কা-না বি'ইবা-দিহী বাস্বীরা-।

একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। সুতরাং যখন তাদের সে নির্ধারিত সময় এসে যাবে (তখন আর দেরী করা হবে না), আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের দ্রষ্টা।

সূরা ইয়া-সীন মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৮৩ রুকূ ঃ ৫

يٰسٓ ۚ ① وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ ② اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ ③ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؕ ④

১। ইয়া-সী—ন্। ২। ওয়াল্ কুর্‌আ-নিল্ হ্বাকীম। ৩। ইন্নাকা লামিনাল্ মুর্‌সালীন। ৪। 'আলা- স্বিরাত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম।
(১) ইয়া-সী-ন, (২) শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের। (৩) নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের মধ্য হতে একজন। (৪) আপনি সঠিক (সত্য) পথের উপর আছেন।

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ ⑤ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ⑥ لَقَدْ

৫। তান্‌যীলাল্ 'আযীযির্ রাহ্বীম। ৬। লিতুন্‌যিরা ক্বাওমাম্ মা~উন্‌যিরা আ-বা—উহুম্ ফাহুম গা-ফিলূন। ৭। লাক্বাদ্
(৫) কুরআন আল্লাহর তরফ হতে নাযিলকৃত। যিনি মহা প্রভাবশালী, অসীম দয়ালু। (৬) যাতে আপনি ভয় দেখাতে পারেন সে সম্প্রদায়কে, যাদের পিতৃ পুরুষদেরকে ভয় দেখান হয়নি। সুতরাং এ কারণেই তারা গাফিল রয়েছে। (৭) তাদের

حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑦ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا

হ্বাক্বক্বাল্ ক্বাওলু 'আলা~আক্‌ছারিহিম্ ফাহুম্ লা-ইউ'মিনূন। ৮। ইন্না- জ্বা'আল্‌না- ফী~আ'না-ক্বিহিম্ আগ্‌লা-লান
অধিকাংশ লোকদের উপর (শাস্তির) বাণী (আদেশ) নির্ধারিত হয়ে গেছে; সুতরাং তারা ঈমান আনবে না। (৮) আমি তাদের গর্দানে শিকল লাগিয়ে দিয়েছি,

فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ⑧ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ

ফাহিয়া ইলাল্ আয্‌ক্বা-নি ফাহুম্ মুক্বমাহূন। ৯। ওয়া জ্বা'আল্‌না- মিম্ বাইনি আইদীহিম সাদ্দাওঁ ওয়া মিন্
এবং তা চিবুক পর্যন্ত ফুলে পড়েছে। ফলে তারা মাথা খাড়া করে রেখেছে। (৯) আর আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর এবং তাদের পিছনে একটি প্রাচীর স্থাপন করে

خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ⑨ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ

খাল্‌ফিহিম সাদ্দান্ ফাআগ্‌শাইনা-হুম্ ফাহুম লা- ইউব্‌স্বিরূন। ১০। ওয়া সাওয়া—উন্ 'আলাইহিম্ আ আন্‌যার্‌তাহুম
দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদের (দৃষ্টিকে) আচ্ছাদিত করেছি, ফলে তারা দেখতে পাবে না। (১০) হে নবী! তাদেরকে আপনি ভয় দেখান বা না দেখান উভয়ই তাদের জন্য সমান।

اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑩ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ

আম্ লাম্ তুন্‌যির্‌হুম লা- ইউ'মিনূন। ১১। ইন্নামা- তুন্‌যিরু মানিত্ তাবা'আয্ যিক্‌রা ওয়া খাশিয়ার্ রাহ্বমা-না
তারা (কখনও) ঈমান আনবে না। (১১) আপনি কেবল তাদেরকেই (আল্লাহর শাস্তির) ভয় দেখাতে পারেন, যারা উপদেশ (কুরআন) অনুযায়ী এবং রহমান (আল্লাহ) কে

بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ⑪ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ

বিল্‌গাইবি, ফাবাশ্‌শির্‌হু বিমাগ্‌ফিরাতিওঁ ওয়া আজ্‌রিন্ কারীম। ১২। ইন্না- নাহ্বনু নুহ্বইল মাওতা- ওয়া নাক্‌তুবু
না দেখে ভয় করে। সুতরাং আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদানের। (১২) নিশ্চয়ই আমি মৃতকে জীবিত করব এবং লিখে রাখি (লাওহে মাহফুজে) সে

مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ⑫ وَاضْرِبْ لَهُمْ

মা- ক্বাদ্দামূ ওয়া আ-ছা-রাহুম ; ওয়া কুল্লা শাইয়িন্ আহ্বস্বাইনা-হু ফী~ইমা-মিম্ মুবীন্। ১৩। ওয়াদ্বরিব্ লাহুম্
কৃতকর্মসমূহ যা লোকেরা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা পিছনে রেখে যায় এবং আমি প্রত্যেকটি জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সুবিন্যস্ত করে রেখেছি। (১৩) (হে নবী!) আপনি

مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ⑬ اِذْ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

মাছালান্ আস্বহা-বাল্ ক্বার্‌ইয়াতি। ইয্- জ্বা—আহাল্ মুর্‌সালূন। ১৪। ইয্ আর্‌সাল্‌না~ইলাইহিমুছ্ নাইনি
তাদের সামনে সে জনপদের বাসিন্দাদের উদাহরণ (কাহিনী) বর্ণনা করুন। সে জনপদে যখন এসেছিল রাসূলগণ। (১৪) যখন আমি তাদের কাছে দুজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তখন তারা দুজন রাসূলকে

○ টীকা (আঃ ১২) ঃ আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতে মানুষের অগ্রে-পশ্চাদে পাপ-পূর্ণ সবকিছু লিপিবদ্ধ করেন, এর তাৎপর্য হলো মানুষ জীবিত কালে ঈমান গ্রহণ করলে যে যত সৎকর্ম করে পূন্য অর্জন করে অথবা কুফুরী অবস্থায় পাপ অর্জন করে তাকে বলা হয় অগ্র কার্যকলাপ। তেমনি মৃত্যুর পর মুমিনগণ দ্বীন শিক্ষা দিয়ে থাকলে তার পূর্ণ সে পেতে থাকবে অপকর্মের ধারা রেখে গেলে তারও পাপ মৃত্যুর পর অব্যাহত থাকবে তাও লিপিবদ্ধ হতে থাকবে একে বলা হয় তাদের পশ্চাদবর্তী রেখে যাওয়া কর্মফল। (বঃ কোঃ)

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ

ফাকাযযাবূহুমা- ফা'আয্‌যাযনা- বিছা-লিছিন ফাক্বা-লূ~ইন্না~ইলাইকুম্‌ মুর্‌সালূন। ১৫। ক্বা-লূ- মা~আন্‌তুম্‌

মিথ্যাবাদী বলল। অতঃপর আমি তৃতীয় একজন পাঠিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম। সুতরাং তারা (তিন জন) বলেছিল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে (রাসূল হিসেবে) প্রেরিত হয়েছি। (১৫) তারা বলল,

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

ইল্লা- বাশারুম্‌ মিছ্‌লুনা-, ওয়া মা~আন্‌যালার্‌ রাহ্‌মা-নু মিন্‌ শাইয়িন্‌, ইন্‌ আন্‌তুম্‌ ইল্লা- তাক্‌যিবূন।

তোমরাতো আমাদেরই মত মানুষ এবং রহমান (আল্লাহ) কোন জিনিসই অবতীর্ণ করেন নি তোমরা শুধু মিথ্যা বলছ।

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

১৬। ক্বা-লূ রাব্বুনা- ইয়া'লামু ইন্না ~ইলাইকুম্‌ লামুর্‌সালূন। ১৭। ওয়া মা- 'আলাইনা~ইল্লাল্‌ বালা-গুল্‌ মুবীন।

(১৬) তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক জানেন, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। (১৭) আমাদের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌছান।

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم

১৮। ক্বা-লূ~ইন্না তাত্বাইয়্যার্‌না- বিকুম, লাইল্লাম্‌ তান্‌তাহূ লানার্‌জুমান্নাকুম্‌ ওয়ালা- ইয়ামাস্‌ সান্নাকুম্‌

(১৮) তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে অশুভ লক্ষণ মনে করছি, যদি তোমরা বিরত না থাক, তবে তোমাদেরকে অবশ্যই পাথর মেরে শেষ করে দেব এবং আমাদের

مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ

মিন্না- 'আযা-বুন আলীম। ১৯। ক্বা-লূ ত্বা—ইরুকুম্‌ মা'আকুম ; আইন্‌ যুক্‌কির্‌তুম ; বাল্‌ আন্‌তুম

পক্ষ থেকে যন্ত্রণাময় শাস্তি অবশ্যই পৌছবে। (১৯) তারা (রাসূলগণ) বলল, "তোমাদের অকল্যাণ তোমাদেরই সাথে" (তোমাদের একথা কি) এজন্য যে, তোমাদেরকে উপদেশ

قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ

ক্বাওমুম্‌ মুস্‌রিফূন। ২০। ওয়াজা—আ মিন্‌ আক্বসাল্‌ মাদীনাতি রাজুলুই ইয়াস্‌'আ- ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমিত্‌

দেয়া হচ্ছে? বরং তোমরা সীমা অতিক্রমকারী এক সম্প্রদায়। (২০) শহরের দূরবর্তী স্থান হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা

اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ

তাবি'উল্‌ মুর্‌সালীন। ২১। ইত্তাবি'উ মাল্লা- ইয়াস্‌আলুকুম্‌ আজ্‌রাওঁ ওয়া হুম্‌ মুহ্‌তাদূন।

অনুসরণ কর রাসূলগণের। (২১) তোমরা এমন লোকের অনুসরণ কর, যে তোমাদের থেকে কিছু প্রতিদান চান না এবং তারা নিজেরা হেদায়েত প্রাপ্ত।

○ টীকা (আঃ ১৪) ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর আসমানে আরোহণের পর তাঁহার খলীফাহযরত শামউনুস্‌সাফা তাঁর সহকারী দু'জন নবীকে এন্তাকিয়া শহরের মূর্তিপূজকদিগকে হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন। তারা তথায় পৌছিয়া শহর প্রান্তে হাবীব নাজ্জার নামক জনৈক মূর্তি নির্মাতাকে মেষ চরাতে দেখে নিজেদের আগমনের কারণ ব্যক্ত করেন। লোকটি তাঁদের সত্যতার প্রমাণ দাবী করলে তাঁরা তার কঠিন পীড়াগ্রস্ত পুত্রকে খোদার নিকট দো'আ করে ভাল করে দেন। এতে লোকটি ঈমান আনয়ন করে। পরে তাঁরা তথাকার রাজা আব্‌তাহাশোর দরবারে গিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করলে রাজা তাঁদেরকে বন্দী করেন। সংবাদ পেয়ে হযরত শামউনও আসেন এবং কৌশলে রাজার সাথে সখ্যতা স্থাপনপূর্বক তাঁদেরকে মুক্ত করে লন। (মুঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২১) ঃ এখানে যে জনপদের কথা বলা হয়েছে, তাহলো শাম দেশের এক প্রাচীন নগরী। যার নাম ছিল এন্তাকিয়া। সেই শহরের অধিবাসীরা ধন সম্পদে ও স্থাপত্য শিল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। হযরত উবায়দা ইবনুল জাবরাহ (রা) এই শহরটি জয় করেছিলেন। এই শহরের অধিবাসীদেরকে সৎপথে পরিচালনার জন্য এর পূর্বে আল্লাহ তাআলা দুজন রাসূল প্রেরণ করেন। শহরে অধিবাসীরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহ তাআলা তৃতীয় আরেকজন রাসুল সেখানে পাঠিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেন। তাঁরা লোকদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহবান করলে লোকেরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাদেরকে হত্যার প্রস্তুতি নিতে থাকে। সেই শহরের উপকূলীয় এলাকায় হাবীবে নাজ্জার নামক এক সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাসূলগণের বিপদের কথা শুনে দ্রুত ছুটে আসেন এবং শহরবাসীকে তা থেকে নিবৃত্ত করেন। (মাঃ কুঃ)